সদ্-বিধায়না

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

সদ্‌-বিধায়না

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

মানুষের অন্তরের ছবি ফুঠে ওঠে তার ব্যবহারে। তার সঞ্চারণায় পরিবেশও সেইভাবে ভাবিত হ'য়ে ওঠে। এমনি ক'রে সদ্ব্যবহারের অনুশীলনে মানুষ নিজেই শুধু তৃপ্তির অধিকারী হয় না, পরিবেশও তৃপ্তি পায় তা'তে। সত্তাসম্বর্দ্ধনার কামনা মানুষমাত্রেরই সহজাত সম্পদ্। তাই, আমাদের ব্যবহার এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হবে, যা'তে সপরিবেশ আমরা বাঁচাবাড়ার পথে সম্বুদ্ধ ও সম্বেগশালী চলনে আরোতর প্রগতিতে এগিয়ে চ'লতে পারি। এই হ'লো ব্যবহার-বিজ্ঞানের মূল। 'সদ্-বিধায়না' গ্রন্থের মূল উপজীব্যও তাই। বর্ত্তমান গ্রন্থ পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর-কথিত 'সদ্-বিধায়না'র দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ড পূর্ব্বেই প্রকাশিত হ'য়েছে।

এই গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত হ'য়েছে অপরের অবাঞ্ছনীয় ব্যবহারের সংস্পর্শে উৎক্ষিপ্ত, বিচলিত ও আত্মহারা না হ'য়ে কেমন ক'রে সহ্য, ধৈর্য্য ও সহানুভূতির সঙ্গে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠামুখর, ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত, প্রীতিদীপ্ত, প্রাণস্পর্শী বাক্য-ব্যবহারের যাদুমন্ত্রে মানুষকে মুগ্ধ, বুদ্ধ ক'রে, তার আন্তর-দৈন্যের অপসারণে, তাকে জীবনীয় আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে হয়। এমনি ক'রেই মানুষের অন্তরের বিষাক্ত বিক্ষেপ ও বিক্ষোভের সমাধান ও নিরসন হয়। সপরিবেশ মানুষ সুস্থ হয়, শান্ত হয়, আনন্দের অধিকারী হয়। "পলকে-পলকে মৃত্যু ওঠে প্রাণ হ'য়ে ঝলকে-ঝলকে।" এই প্রসঙ্গে এটা বিশেষ-ভাবে স্মরণীয় যে সৌজন্য ও মিষ্ট শিষ্টাচার বজায় রাখতে গিয়ে আমরা যেন কখনও হৃদ্য অসৎ-নিরোধী শৌর্য্যকে বিদায় না দিই। স্থান, কাল, পাত্র ও পরিস্থিতি-অনুযায়ী কোথায় কেমন ব্যবহার ক'রতে হবে, সে-সম্বন্ধে এই পুস্তকে অগণিত নির্দ্দেশ স্থান পেয়েছে। অন্ধকার-জটিল জীবনপথে সেগুলি জ্যোতির্ম্ময় আলোক-সঙ্কেত-স্বরূপ।

পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করি—এই অভ্রান্ত আলোকবর্ত্তিকার অনুসরণে আমরা যেন ধরার বুকে ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত, বিশ্ববিস্তৃত, বিপুল বান্ধব-বন্ধনের সংসৃজনে জাগতিক জীবনকে অমৃতমধুর ক'রে তুলতে পারি। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
১৬ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৭০ — শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
৩০।৩।১৯৬৪
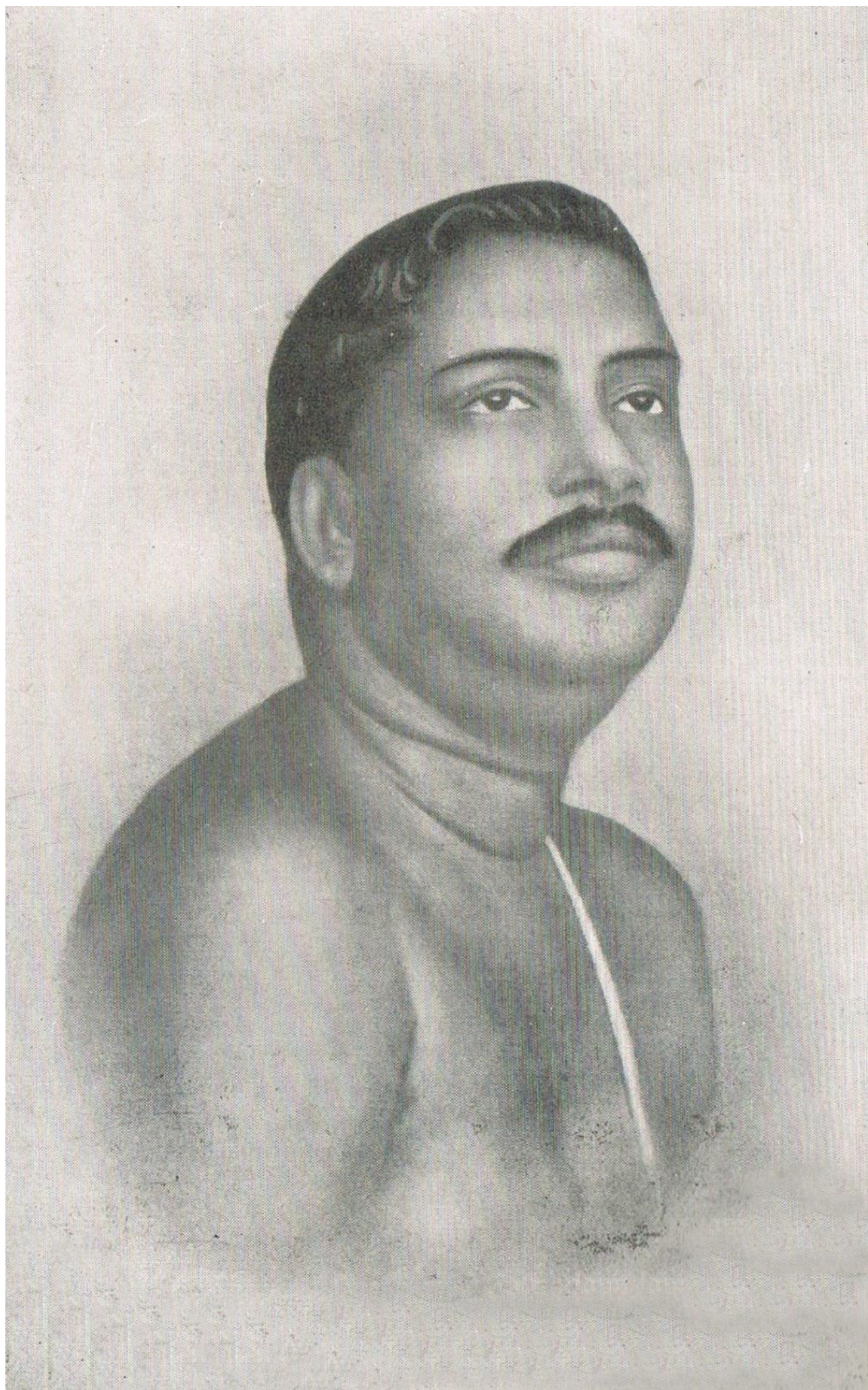
ঈশ্বরকে যে যেমন বহন করে,
তাঁ'র অনুগ্রহ তা'কে
তেমনি ক'রেই
তুলে' থাকে।

ব্যবহার

সত্তা যা'তে সুসম্বুদ্ধ হ'য়ে
সানুকম্পী তৎপরতায়
তোমার প্রতি
পরিচর্য্যাপরায়ণ হয়—
সুযুক্ত সমীচীন তাৎপর্য্য নিয়ে,
সদ্‌ব্যবহারের
স্বাভাবিক অবদান তো
তাই-ই ।১।

শুভ-নন্দিত তর্পণা-বন্দিত
বাক্‌ ও ব্যবহার
মধ্যপন্থার প্রদীপ-স্বরূপ ।২।

তোমার প্রতিটি কথা,
চলন, পদক্ষেপ, ভাবভঙ্গী
যেন সুযুক্ত শৌর্য্যসন্দীপ্ত,
উদ্যম-উদ্যুক্ত,
কৃতিবিভব-সম্পন্ন হ'য়ে চলে ;
তা' তোমাতে প্রভাবিত হ'য়ে
অন্যকেও যেন প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে—
শুভ-সঙ্কল্পী কৃতি-সমাধানে ।৩।

লোকে সাধারণতঃ
নিজের অদৃষ্ট বা ভাগ্যকে
বিড়ম্বিত বা সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তোলে—
তা'র কথা ও কাজের
সুষ্ঠু বা অপ-ব্যবহারে । ৪ ।

ব্যবহার ক'রো,
কিন্তু বিপদ ডেকে এনো না,
বরং আপ্যায়নায় প্রীত ক'রে তোল—
শুভপ্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে । ৫ ।

এমন বল,
এমন চল,
আর, এমন রকমেই কর—
বাক্য, ব্যবহারের সঙ্গতি রেখে যে,
তোমাকে দেখেই
তোমার প্রিয়পরম বা প্রেয় কেমন,
তা' লোকে বুঝতে পারে—
লালিত সামছন্দের
চারিত্রিক ধ্বনন-স্পর্শে । ৬ ।

ইষ্টার্থ-অনুসেবনা নিয়ে
অনুকম্পাপরায়ণ হও—
তা' সবার উপরেই সক্রিয়ভাবে
সম্ভবমত,
কিন্তু সাবধানী দৃষ্টি নিয়ে ;
তোমাতে অনুকম্পী হ'য়ে উঠবে অনেকেই । ৭ ।

আপ্যায়নী অনুচর্য্যী ব্যবহার নিয়ে
যে সবাইকে মান দেয়,
শুভসন্দীপী সৌজন্য-বচনে
হৃদয় উদ্‌ঘাটন ক'রে,—
তা'র সম্মান বাড়ে;
আর যে তা' আঘাত-বিধ্বস্ত ক'রে তোলে—
নানাপ্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রে,—
তা'র মর্য্যাদা
ব্যাহত ও হতশ্রী হ'য়ে ওঠে । ৮ ।

প্রণম্যদিগকে প্রণাম ক'রো—
প্রণতি-ঐশ্বর্য্য নিয়ে,
সমানকে নমস্কার ক'রো,
ছোটকে স্নেহালিঙ্গনে আপ্যায়িত ক'রো । ৯ ।

যা'রা ছোটকে
বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক অনুনয়নে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে—
বিহিত অনুচর্য্যায়,—
তা'রা স্বতঃই সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে;
আর, অপদস্থ ক'রবার বাহাদুরিকে
যা'রা আত্মগৌরব ব'লে মনে করে,
তা'দের মান-মর্য্যাদা
ব্যাহত হ'য়ে রৌরবেই চ'লতে থাকে,
অর্থাৎ, তা'রা অবমানিত হয় স্বতঃই—
নীচ-অন্তঃকরণের কুৎসিত অনুচলন নিয়ে,
আক্রুদ্ধ রোদনে । ১০ ।

শ্রদ্ধোষিত নিষ্ঠা তোমার
আচার্য্যে থাক্,
আর, প্রীতি-অনুকম্পায়
শ্রেয়ের প্রতি তো
শ্রদ্ধা থাকবেই,
অশ্রেয় যা'রা—
তা'দের প্রতিও
অনুকম্পাপরায়ণ থাকবে । ১১ ।

তোমার শ্রদ্ধার্হ যিনি,
শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
তাঁ'র অমনঃপূত কিছু করা সত্ত্বেও
তোমার তৃপ্তি ও প্রবোধনার উদ্দেশ্যে
তিনি যদি তোমার দিকে
এগিয়ে আসেন—
আপ্যায়িত ক'রে,—
আর, তুমি যদি তা'তে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠ,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে
বিশেষ লাভজনক নয়কো,
কারণ, তুমি তাঁ'র সান্ত্বনার জন্য
অনুসেবনার সহিত
অনুচর্য্যী বাক্য, ব্যবহার নিয়ে
তাঁ'র নিকটে গিয়ে
তাঁ'কে তৃপ্ত ক'রে তুলতে পারনি,
তাঁ'র মনোজ্ঞ হওয়ার
আগ্রহ-উদ্দীপনায়
তাঁ'তে তুমি সুবিন্যস্ত হ'য়ে উঠতে পারনি,

আর, তঁদনুচর্য্যী কর্ম্ম
তোমাকে তাঁ'র প্রতি
শ্রদ্ধায় উপনীত ক'রে তুলতে পারেনি,
ঐ না-করার জন্য
মোটের উপর তুমি
লোকসানেই দাঁড়িয়ে থাকবে,
তোমার দম্ভই পরিচর্য্যিত হ'য়ে উঠবে,
অন্তর-বিন্যাসবোধ-বর্ত্তনায়
উদ্বর্ত্তিত হওয়ার
খাঁকতিকেই প্রশ্রয় দিতে রইবে । ১২ ।

সৎ-সন্দীপী যাঁ'রা,
মহৎ যাঁ'রা,
শ্রেয়-পুরুষ যাঁ'রা,
সাধু মনীষী বিদ্বৎ-মণ্ডলী যাঁ'রা,
তাঁ'দের বেদনার কারণ হ'য়ো না,
কোথাও বেদনার কারণ থাকলেও
তৎক্ষণাৎ তা'র অপনোদন ক'রো,
অন্তরের এই আকুল আগ্রহ
ও কৃতিচলন-তৎপরতা
তোমাদিগকে মহীয়ান্ ক'রে তুলবে ;
বাস্তব বিকাশের উদাত্ত প্রেরণা
ঐ তাঁ'রাই,
ঐ প্রবুদ্ধ অনুবেদনা তোমাদিগকে
উৎসাহ-উদ্দীপ্ত ক'রে
পরিচর্য্যায় প্রদীপ্ত ক'রে তুলে'
অন্তর-বাহিরের

সেবা-সন্দীপ্ত অধি অয়নাকে
উদ্বুদ্ধ ক'রে
নিষ্ঠায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ক'রে নিয়ে
সাত্বত কৃষ্টিকে শুভমণ্ডিত
ক'রে তুলবে ;
তাই,
চকিত সন্ধিৎসার সহিত
নজর রেখো—
তাঁ'রা ব্যথিত না হন,
বিধ্বস্ত না হন ;
স্বস্তির আহুতি হোম-ইন্ধনে
তোমাদিগকে
কল্যাণস্রোতা ক'রে তুলুক ;
যদি বিকাশবুদ্ধ হ'তে চাও—
স্বস্তির হোতা হ'তে চাও—
তবে ভুলে যেও না,
অমনতর দৃঢ়-প্রচেষ্ট প্রতিজ্ঞা নিয়ে চল । ১৩ ।

সহ্য কর,
বিরক্ত হ'য়ো না,
আর, এতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
শক্তি পাবে ঢের । ১৪ ।

তোমার দুনিয়াটাকে
অর্থাৎ তোমার আশপাশকে
বেদনাপ্লুত ক'রে তুলো না,
বেদনাবিব্রত ক'রে তুলো না,—
তা'তে বেদনা পাবে কমই । ১৫ ।

তুমি যেমন চাও—
তা' পেতে
তোমার চলা, বলা ও করা
যদি সুশাসন-সঙ্গতি নিয়ে
না চলে,
তুমি কি আশীর্ব্বাদকে
অর্থাৎ ক'রে পাওয়ার নীতি
বা অনুশাসনবাদকে
ব্যর্থ ক'রতে চলনি ? ১৬।

মানুষের অন্তর-বাহিরের অবস্থা ও বল
বিবেচনা ক'রে
তা'র সঙ্গে আচার, ব্যবহার
কথাবার্ত্তা, আপ্যায়ন-অনুচর্য্যা ক'রো,
আর, তা' যেন
সত্তাপোষণী সুন্দর হ'য়ে ওঠে ;
তোমার আবির্ভাবই যেন
তা'র কাছে জীবনীয় হয় ;
আর, এ কিন্তু সবার বেলায়ই । ১৭।

মানুষকে কদাচার
ও কুৎসিত কৃষ্টির উপাসক ক'রে
তা'র অন্তরস্থ সাত্বত বৃত্তিকে
বিষাক্ত ক'রে ফেলো না ;
তুমি বিষাক্ত হ'লে
তোমাকে তা' হ'তে নিস্তার ক'রবার
প্রথম ও প্রধানই হ'চ্ছে মানুষ,

তা'কে নষ্ট ক'রে তোমার যে-পুষ্টি
তা' সর্ব্বনাশকেই পুষ্ট ক'রে তুলবে,
—মনে রেখো,
হাতেকলমে মিলিয়ে দেখো । ১৮ ।

মানুষকে বোধ দিও—
তুমিও বোধ পাবে,
বিদ্বেষের পরিচর্য্যা কিন্তু
বিদ্বেষই আনে । ১৯ ।

বোঝা ঘাড়ে নিয়ে
বিহিত বোধ ও শক্তির সহিত
কাউকে যদি
বহন ক'রতে না পার—
তবে তা'র সম্বন্ধে কি
বোধ ও তা'র তুক নির্ণয় ক'রে
তুমি চ'লতে পারবে ?
বোধতৎপরতা নিয়ে
যে করে, বয়,—
সে পারে—
বিহিত ব্যবস্থিতিসহ । ২০ ।

সরল হও,
অকপট হও,
তাই ব'লে বেকুব হ'তে যেও না,
সুষ্ঠু, সমীচীন ও শুভপ্রসূ
যেখানে যা'—

তা'ই-ই ব'লো ও ক'রো,
বোধবত্তার কায়দা
বেশী ফলাতে গিয়ে
বেফাঁস ক'রে ফেলো না ।২১।

যুক্তি বা আলোচনা
যেখানে বাস্তব বোধের
ব্যত্যয়ী হ'য়ে ওঠে
বা ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে,
যা' সমীচীন সাত্বত শ্রেয়কে
অগ্রাহ্য ক'রে—
অবাস্তব ধারণার প্রশ্রয় দিয়ে—
তা'রই কবলে নিক্ষেপ ক'রে
নিষ্ঠা ও সাত্বত অনুচলনকে
ব্যাহত ক'রতে থাকে,
সে-যুক্তি যতই তীক্ষ্ণ হো'ক না কেন,
আর, সমীচীন ব'লে
মনে হো'ক না কেন,
তা' কিন্তু বাস্তব উৎকর্ষের পরিপন্থী,
আর, অপকর্ষের ধূমায়িত আহুতি,
তাই, তা' পাপের ।২২।

ঠাট্টা, তামাসা, বিদ্রূপ
যা'ই কর না কেন—
কা'রো প্রতি কোনরূপ
অন্যায় বা ক্ষতিকর আচরণ
ক'রতে যেও না,

যদি কর,
বা ক'রতে দাও,
ঠিক জেনো—
তুমি তো তা'রই প্রার্থী হ'য়ে
আবেদনপত্র দাখিল ক'রেছ
অদৃষ্টের কাছে ;
প্রস্তুত থেকো— ।২৩।

ইষ্টীপূত শ্রেয়নিষ্ঠ হও,
তোমার চিন্তা, চলাবলার সাথে
সব করাগুলি
কল্যাণ-হোম-নিষ্যন্দী হো'ক,
যতটুকু তোমাতে সম্ভব
সবার সঙ্গে ভাল কথা বল—
তা' নিন্দাবাদ-শূন্য ক'রে ;
আর, করও ভাল—
যা'তে সবাই তৃপ্তি পায়
পুষ্টির পথে চ'লে—
অসৎ যা'-কিছুর হৃদ্য নিরোধে ।২৪।

ব্যবহার, চরিত্র
ও সংস্থিতি দেখেই বুঝে নিও—
কোন্ লোক কেমনতর,
আর, তা'র সাথে
কেমনতর ব্যবহার ক'রবে,
নেওয়া-দেওয়াই বা
কেমনতর হবে,

তোমার চোখের ইঙ্গিত
যেন এমনতরই
তাৎপর্য্যশীল হয়—
যা'তে দেখতে পার,
দেখে—
বুঝতে পার
সমীচীনভাবে । ২৫ ।

সবার সাথেই
শুভপ্রসূ তৃপ্তিপ্রদ বাক্য
ও ব্যবহার ক'রতে ভুলো না—
এমন-কি, অসৎ-নিরোধের বেলাতেও ;
ঘৃণা যদি কিছু থাকে,
তা' পাপে—
পাপীতে নয় কিন্তু,
সত্তাকে সুস্থ রাখ, সম্বৃদ্ধ কর,
অস্বস্তিকর যা' সেগুলিকে চিনে রেখো,
আর, স্বস্তির ব্যাপারে
কখন, কেমন ক'রে তা' খাটাতে হয়—
তা'র কায়দা-কসরতও
ঠিক ক'রে রেখো । ২৬ ।

কথায় আঁট নেই মানেই হ'চ্ছে
কথা ও কাজে মিল নেই,
সৎ ও সুধী ব্যাপারে
কথা দিয়ে না-করা
মানেই হ'চ্ছে—

ক'রবার শক্তিকে দুর্ব্বল ক'রে তোলা,
এমনতর করা ভাল নয়কো ;
বরং ব'লো—
'আমি দেখি কী ক'রতে পারি',
আর, সেটাও বেশ বিনিয়ে—
তোমার বোধ ও শক্তিমাফিক ;
সমীচীন যা' হয়
তা' ক'রো ;
যদি বল 'ক'রব'—
তাহ'লে তা' ক'রোই,
'দেখব' ব'ললেও করার চেষ্টা ক'রো,
নিথর হ'য়ে থেকো না,
বাগ্‌দীপনাকে দুর্ব্বল ক'রো না,
কথা যেন আঁটহারা না হয় । ২৭ ।

তুমি নিজের জন্যই হো'ক
বা অন্যের জন্যই হো'ক,
শুভপ্রসূ যা' মনে কর—
তা' যথাসম্ভব নীরবে
নিষ্পন্ন ক'রতে চেষ্টা কর,
আর, নীরবে তোমার জন্য
শুভপ্রসূ যে যা' করে—
তা'র জন্যও তুমি ক'রো ;
আর, লোকে তোমার জন্য
শুভপ্রসূ যদি কিছু ক'রতে চায়,
তা' করুক
যেমন ক'রে পারে—
যেমন তা'দের পক্ষে সম্ভব ;

এতে ভেজালের গণ্ডগোল এড়িয়ে
চ'লতে পারবে অনেক ।২৮।

যে-ই হো'ক না কেন,
তোমার আওতায় আসলেই
অনুচর্য্যী আপ্যায়নায়
তা'কে নন্দিত ক'রে তুলো',
যা'তে সে অন্তরে-বাহিরে
শুভ-সম্বর্দ্ধনার 'স্বাগতম্'-আহ্বানকে
উপভোগ ক'রতে পারে,
আর, তা'র ঐ স্ফীত-নন্দনাই হ'চ্ছে
তোমার পুরস্কার ।২৯।

যে-ই তোমার আওতায়
আসুক না কেন,
কথায়-বার্ত্তায় আলাপ-আলোচনায়
আচারে-ব্যবহারে
তা'কে চিনে নিও,
তা'র সাথে যেন
তোমার একটা পরিচয় হয়—
হৃদ্য উৎসারণী তৎপরতায় ;
তবে তো ভেবেচিন্তে
দেখেশুনে
বিহিত হৃদ্য অনুনয়নে
তা'র যা'তে ভাল হয়,
তা' ক'রতে পারবে !
আর, পরিচয় না থাকলে

তা'তে কিন্তু
মুশকিলই হ'য়ে পড়ে
অনেক সময় । ৩০ ।

তুমি যা'র কাছেই যাও না কেন
আর, তা' যে-কাজেই হো'ক না কেন,
তোমার আচার, ব্যবহার, কথাবার্ত্তা
যেন এমনতর আপ্যায়ন-উদ্বুদ্ধ,
বন্দনাদীপ্ত, সুযুক্ত, সুধী, সৌম্য হয়,
যা'র ফলে
সে তৃপ্ত ও অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে
তোমার প্রতি স্বতঃই,
আর, তোমার আবেদনমাফিক
যা' তা'র পক্ষে করা সম্ভব,
তা' ক'রতে আগ্রহ-উৎসারণশীল
হ'য়ে ওঠে,
এবং কিছু না-ক'রতে পারলেই
অন্তরে দুঃখিত হয়,
আর, ভবিষ্যতে
এমন আগ্রহ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলে
যা'তে
তুমি তৃপ্ত হও—
এমনতর কিছু ক'রতে পারলে
সে ধন্য মনে করে নিজেকে । ৩১ ।

যা'দের দেখতে পার না
তা'দিগকেই দেখো বেশী,

আপদে-বিপদে
কোন দিক্-দিয়ে
তোমার সাধ্যমত ত্রুটি ক'রো না
সাহায্য ক'রতে,
নিজেকে সাবধানে রেখে ;
ভাল অবস্থায়
অনুকম্পী হ'য়ে চ'লো তা'দের প্রতি—
তা' কথায়, বার্ত্তায়
চালচলনে—
সব দিক্-দিয়ে ;
মন্দকে প্রতিরোধ ক'রো,
শুভ যা' তা'কে সন্দীপিত ক'রে তুলো' ;
আপদের সম্ভাবনা
অনেকখানি কম হবে । ৩২ ।

তোমাকে যা'রা ঘৃণা করে,
আক্রোশ-সংক্ষুব্ধ, বিরক্ত
তোমার প্রতি যা'রা,
সন্ধিৎসু তালিমে
নজর রেখো তা'দের প্রতি,
ফাঁক পেলে
শুভ-পরিচর্য্যায়
তা'দিগকে ফুল্ল ক'রতে
ত্রুটি ক'রো না—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে
বজায় রেখে—
বিহিতভাবে । ৩৩ ।

যদি কাউকে তোমার প্রতি
বীতরাগ ব'লে সন্দেহ কর,
সুযোগমত মাঝে-মাঝে
ফাঁক খুঁজে
তা'র সঙ্গে
আপ্যায়নী অনুরাগের সহিত
মেলামেশা ক'রো,
আর, তোমার প্রতি
অনুরাগদীপ্ত আস্থা
তা'র অন্তরে যা'তে
অঙ্কুরিত হ'তে থাকে
খুঁজে পেতে তা'ও ক'রতে
কসুর ক'রো না,
আর, আত্ম-প্রশংসাসূচক
কিছুই না ব'লতে
চেষ্টা ক'রো,
দেখবে, জটিলতা অনেকখানি
সরল হ'য়ে আসবে । ৩৪ ।

সকলকেই আপ্যায়িত ক'রো—
সৌজন্যপূর্ণ অনুচর্য্যায়,
—বিশেষতঃ যা'দের তোমার প্রতি দুষ্ট ধারণা
তা'দের—
বিহিত অনুচর্য্যা নিয়ে,
কোনপ্রকার নিন্দাবাদ না ক'রে,
স্মিত সতর্কতায়,
হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহারে ;
বিষাক্ততা শীর্ণ-ই হ'তে থাকবে এতে । ৩৫ ।

যে তোমাকে কখনও কোন ব্যাপারে
অবজ্ঞা ক'রেছে,
অস্বীকার ক'রেছে,
তোমাতে অসহানুভূতিসম্পন্ন হ'য়েছে,
তিনি যদি ইষ্ট বা শ্রেয়প্রেয়
কেউ না হন,
স্মরণ রেখো—
ঐ রকম ব্যাপারে
তা'তে নিজেকে যত
না জড়িয়ে পার,
তা'ই ভাল ;
শুভানুধ্যায়ী হৃদ্য অনুচর্য্যাপরায়ণ
অনুচলন নিয়েই
চ'লো সেখানে,
আর, দুঃখে-কষ্টে আপদে-বিপদে
তা'র যতটুকু পার
সাহায্য ক'রো—
তা' পরোক্ষেই হো'ক
বা অপরোক্ষেই হো'ক ;
অযথা আত্মীয়তা
বা বান্ধবতার জগাখিচুড়ী লাগিয়ে
অনভিপ্রেত দাবীতে
পরস্পরকে বিহিত পরিপ্রেক্ষিতে
বোধ করার পথে
প্রতিবন্ধক সৃষ্টি ক'রো না,
তোমার ও তা'র ভিতর

পরিচয় যা'তে নিবিড় প্রীতিপ্রসূ
হ'য়ে ওঠে
তা'র অবকাশ দেওয়াই কিন্তু শ্রেয় ।৩৬।

কেউ যদি তোমার সঙ্গে
কলহে প্রবৃত্ত হয়,
তুমি নিজের অভিমান ও অহঙ্কারকে
প্রশ্রয় না দিয়ে
বিনীত বাক্য, ব্যবহারে
বিনায়ন-প্রবণ হ'য়ে
অচ্ছেদ্য যুক্তিপূর্ণ তথ্যে
অন্যের অসূয়া-বুদ্ধিকে
বিরত কর—
আদর্শ ও উদ্দেশ্যে অটুট থেকে,
অশুভ-নিরোধী প্রস্তুতি
ও পরাক্রম নিয়ে,
তা'র প্রতি যথাসম্ভব
ন্যায়পরায়ণ ও বদান্য হ'য়ে,
পারস্পরিক সমীচীন স্বার্থে
লক্ষ্য রেখে ;—
এতে বিপক্ষের অন্তরকে
অজ্ঞাত উচ্ছলায়
অধিকার ক'রতে পারবে প্রায়শঃ ;
এমনতর চলন
প্রায়ই দেখা যায়—
অন্যের কলহ-প্রবৃত্তির
নিরসন ক'রে তোলে ;

বিবাদ বা কলহে
এই-ই উত্তম চলন ।৩৭।

জেনে রেখো—
বিচারের দিন যখনই আসুক না কেন,
অন্যের প্রতি তোমার প্রত্যেকটি
অসাবধান বাক্যের
জবাবদিহি ক'রতে হবে,
তোমার বাক্যই তোমাকে
বিমোচিত বা বিমর্দ্দিত ক'রবে ।৩৮।

তোমাকে দোষী বিবেচনা ক'রে
কেউ যদি তোমাকে মন্দ বলে,
তুমি দোষী হও বা না হও—
বিনীত হ'য়ো,
বিনীত সৌজন্যের সহিত
যা' ব'লবার তা' ব'লো,
বিনয়হারা অনেক যুক্তিবত্তাও
হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে ওঠে না অনেকেরই ।৩৯।

তোমার বিনয় বা দীনভাব
যেখানে আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে,
বা দীর্ণ ক'রে তোলে,
সেখানে হৃদ্য তৎপরতায়
সুযুক্ত সমীক্ষা নিয়ে
ওজোদীপ্ত চলনই শ্রেয়,

নইলে, কৃতি-সম্বেগ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
তোমার পরাক্রমও
পরিস্ফুরিত হ'য়ে উঠবে না,
এবং ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠাও ব্যাহত হ'য়ে
তোমাকে দৈন্য-অবশায়িত ক'রে তুলবে । ৪০ ।

দাম্ভিক অহং
ভ্রান্তিকে আমন্ত্রণ ক'রে
যখন কাউকে প্রতিঘাত-পরামৃষ্ট
ক'রে তোলে,
তুমি যদি অনুকম্পী না হও তা'র প্রতি,
এবং হৃদ্য-অনুচর্য্যায়
ঐ দাম্ভিক যে
তা'র হৃদয়ের অনুতাপকে
উচ্ছল ক'রে না তোল—
বিহিত উদ্দীপনায়,—
যা'র ফলে, সে তৃপ্তির আলিঙ্গন
পেতে পারে—
দুষ্ট দীপনাকে উচ্ছিন্ন ক'রে,—
তাহ'লে তুমি কিন্তু কা'রও
বান্ধব হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তোমার বিপাকে আগলে ধ'রবার
কাউকে পাবে তুমি কমই । ৪১ ।

এমন-কি, বিনাদোষেও
তোমাকে যদি কেউ
দোষী সাব্যস্ত ক'রে থাকে,

বা তুমি দোষী
এমনতরই ইঙ্গিত ক'রে
তোমাকে কিছু বলে,
তুমি বিনীত সশ্রদ্ধ
বা স্নেহল আপ্যায়না নিয়ে
যদি তা'কে কিছু ব'লতে চাও তো
ব'লো,
যদি দোষও ক'রে থাক —
বিবেচনা-সহকারে বুঝে
তা' স্বীকার ক'রো,
আর, এমনতর চলনে চ'লো—
যা'তে অমনতর ভুলত্রুটিতে
তোমার পদবিক্ষেপ ক'রতে না হয়,—
জঞ্জাল অনেক এড়াবে । ৪২ ।

যা'রা তিরস্কৃত হ'য়েও
অর্থাৎ মন্দ বাক্য শুনেও
দুর্ব্ববব্যবহার পেয়েও
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়না
বা ভাল ব্যবহার ক'রতে পারে না,
তা'দের ব্যক্তিগত চরিত্র
নৈষ্ঠিক অনুচলনে
স্বতঃ হ'য়ে ওঠেনি—তা' ঠিকই ;
মানুষের ব্যবহার ও চরিত্র
নিষ্ঠানুগই হ'য়ে থাকে ;
এমন-কি, একান্ত অপরিহার্য্য ক্ষেত্র-ব্যতিরেকে
অসৎ-নিরোধের বেলায়ও

হৃদ্য আপ্যায়না নিয়ে
হৃদয়গ্রাহী অনুশাসনেই
তা' করা সমীচীন—
যা'তে মানুষের অসৎ-অহঙ্কার,
অসৎ-গর্ব্ব,
অবসন্ন ও নিরস্ত হয়—
সৎ-নিষ্ঠা নন্দনায় । ৪৩ ।

বিনা অপরাধে
বা ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপে
অস্বাভাবিক বা অলীকভাবে
যেমন যেমন দোষারোপ ক'রে
যা'কে যা' ব'লবে বা ক'রবে,
তুমি অন্যের কাছ থেকে
সেইগুলিরই বাস্তব অভিব্যক্তিকে
আবাহন ক'রতে থাকবে,
তোমার ঐ দোষারোপ
প্রতিক্রিয়ায়
অন্যকে তোমার প্রতি তজ্জাতীয় ব্যবহারে
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলবে ;
তাই, যা' বল বা যা' কর
নজর রেখে ক'রো—
তুমি তোমার প্রতি যেমনতর চাও,
তোমার বাক্য ও ব্যবহার
তা'কেই যেন আমন্ত্রণ করে । ৪৪ ।

কা'রও প্রতি ক্রোধ যদি কর,
বা গালাগালি দাও,

বা দুর্ব্ব্যবহার কর,
সাধারণতঃ প্রতিদানে পাবেও কিন্তু তা'ই—
কোথাও বা গুণায়িত রকমে
কোথাও বা অপেক্ষাকৃত মৃদু' রকমে
প্রতিধ্বনির মত ;
এমন-কি, যা'রা তোমাকে ভয় করে
তা'রাও অন্তরে রোষক্ষুব্ধ হ'য়ে থাকবে—
সুযোগ লক্ষ্য ক'রে,
আর, সুজন হ'লে
তা' সহ্যও ক'রে নিতে পারে,
কিন্তু তোমার ব্যবহার যে তা'কে
প্রীত ক'রবে না—
এ কথা ঠিকই ;
তাই, তোমার প্রতি
যে যেমনতরই করুক না কেন,
সুজনোচিত আপ্যায়নায়
যথাসম্ভব বিনীতভাবে
তা'দের সাথে ব্যবহার ক'রো,
দেখবে—
লোকের অন্তরস্থ প্রতিধ্বনি
তোমাকে
অনুকম্পী উন্মাদনা নিয়ে
প্রত্যুত্তরে তেমনই ক'রবে ;
এমন-কি, অসৎ-নিরোধের বেলায়ও
হৃদ্য কঠোর সম্বেগ নিয়ে
সাত্বত সমীক্ষু বিবেচনায়
তা' ক'রো,

প্রতিদানে পাবেও
অমনতর সম্বর্দ্ধনা । ৪৫ ।

কে কী অন্যায় করে
তা জান,
কিন্তু জেনেশুনে
তা'কে লাঞ্ছিত ক'রো না,
প্রীতি-নিয়মনায়
কথার ভিতর-দিয়ে
সেটা শুধ্‌রে নিতে চেষ্টা ক'রো ;
আলোচনা-প্রসঙ্গে
মিষ্টি কথায় বল—
'দেখ,
এই অন্যায় না ক'রলে
অন্যের কাছে তুমি
কত সুন্দরই না হ'য়ে উঠতে' ;
লাঞ্ছনার সহিত
তোমার দোষের কথা
যখন কেউ বলে—
তোমার ভাল লাগে না,
অন্যের বেলায়ও তা'ই,
বুঝমান যে—
তোমার ঐ প্রীতি-পরিচর্য্যী
সাবধান-বাণীতে
বরং সুখী হবে,
শোধরাতে চেষ্টা ক'রবে,
বিরক্ত হবে কমই,—
এই আমার মনে হয় । ৬৪ ।

শুধু শোনা-কথায় বিশ্বাস ক'রো না,
বরং বাস্তবে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা ক'রো,
আর, অসৎ যা' তা'কে নিরোধ ক'রো,
কিন্তু লক্ষ্য রেখো
সাবধানে থেকো,
আর, নিজের চলনকে
চতুর সৌষ্ঠব-চলনে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লো,—
যে-চলন অন্যের বিক্ষেপের কারণ না হ'য়ে
হৃদয়োৎসারী হ'য়ে ওঠে ;
বাক্য, ব্যবহার, চালচলন
যা'-কিছু সবই
এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
ইষ্টার্থ-অনুনন্দনায় ;
—দেখবে, এমনতর চ'লতে-চ'লতে
তোমার অন্তঃকরণ
ক্রমশঃই একটা দিগ্‌দর্শনকে
আয়ত্ত ক'রতে পারবে,
চালচলনে ভুল হবে কম । ৪৭ ।

পারস্পরিক সানুকম্পী
পরিচর্য্যার অবদান—
বান্ধব-বন্ধনের প্রথম চিহ্ন । ৪৮ ।

আদায় ক'রে নেওয়ায়
বন্ধুত্ব নাই,

বরং সন্তৃপ্ত পরিচর্য্যা অবদানে
বন্ধুত্ব আসে । ৪৯ ।

বান্ধবকে
অযথা শত্রু ক'রে তুলো' না,
বিপদ্ ও বিকৃতিকে
সুকৃতির আসনে বসিয়ে
তা'র পূজায়
তোমার যথাসর্ব্বস্ব
বিসর্জ্জন দিতে যেও না,
তুমি নষ্ট হবে,
অন্যকেও নষ্ট ক'রবে । ৫০ ।

বান্ধবতা
যতই অকাট্য হ'য়ে ওঠে আমাদের কাছে—
বৈধী-চলন নিয়ে,
ততই ভাল ;
সত্তাবাদের চেয়ে
বড় কোন বাদ নেই,
বাঁচবার চাহিদা ও চলনই হ'চ্ছে—
তা'র আসন,
পরিবেশের ভিতর থেকে
ঐ বান্ধবতার ভিতর-দিয়েই আমরা
বাঁচবার উপকরণ সংগ্রহ ক'রে থাকি ;
তাই, সার্থক সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠ,
হৃদয়কে বিস্তার ক'রে ফেল,

প্রতিপ্রত্যেককে
ঐ হৃদয় দিয়ে অনুভব কর,
অনুকম্পী অনুচর্য্যায় চ'লতে থাক,
বিভবের পথ তো ঐ-ই । ৫১ ।

মৈত্রীভাব রেখো সবার উপরেই—
অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে,
কিন্তু বান্ধবতা রেখো তা'র সাথে
যে তোমার দরদা,
তোমার শুভানুধ্যায়িতাই যা'র
স্বতঃ-প্রণোদনা,
আর, তা' যদি তোমার থাকে—
অন্যের ভিতরেও সেই প্রবৃত্তি
জাগ্রত হ'তে থাকে,
স'য়ে-ব'য়ে চল্‌তে পারলেই হয় । ৫২ ।

বন্ধুত্ব-বন্ধন যত প্রীতি-পরিচর্য্যী
দৃঢ় হয়—
শুভ-তর্পিতা নিয়ে,—
তা'ই ভাল,
তা'কে তিক্ত-সমালোচনা ও কঠোর-ব্যবহারে
মৰ্দ্দিত ক'রে ভেঙ্গে ফেলা
কিছুতেই উচিত নয়,
আবার, যা'তে অন্যের অকারণ ক্ষতির
কারণ যথাসম্ভব না হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরের উপচয়ী যা'তে হওয়া যায়
তা'ই তা'র সাধনা,

বাক্-ব্যবহারে সম্ভ্রমাত্মক
সৌষ্ঠবমণ্ডিত দূরত্ব বজায় রেখে
শ্রেয়চলনই হ'চ্ছে
তা'র শুভ-সৌন্দর্য্য । ৫৩ ।

বান্ধবকে যদি বাছাই ক'রতে চাও—
অবশ্য সে-বান্ধব যদি
শোষণ-সংক্ষুধ প্রীতি নিয়ে
তোমাতে লাগোয়া না হ'য়ে থাকে,—
সক্রিয় প্রীতি-অনুচর্য্যায় চলন্ত থেকেও
কখনও কখনও ক্ষণিকের জন্য
এমনতর দুর্ব্ব্যবহারের ভাঁওতা
সৃষ্টি ক'রো,
যা'র ফলে, সাধারণ লোকে
ধুক্ষাপীড়িত না হ'য়েই
থাকতে পারে না,
অমনতর ক'রেও যদি দেখ—
তোমার শুভানুধ্যায়িতা
ও শুভ-কর্ম্মিতা হ'তে
সে একপাও টলেনি,
বা কোথাও বলা-করা হ'তে
একচুলও থেমে যায়নি,
প্রীতি-প্রসন্ন আলিঙ্গন-উৎসারণা
তা'র অবাধই হ'য়ে আছে,
বোধদীপ্তি একটুও
মলিন হ'য়ে ওঠেনি,—
ক্রমাগতিতে তা'কে

কথায়, আচারে, ব্যবহারে
চালচলনে
জীয়ন্ত পরিচর্য্যা নিয়ে
বান্ধবতায় আঁকড়ে ধ'রো,
ব্যাহত হবে কমই ;
নজর রেখো—
তা'র জীবন-উৎসারণার ভিতরই
নিহিত আছে
তোমার জীবনীয় স্বার্থ,
আর, তা'র বেলায়ও তা'ই ;
আবার, শোষণ-সংক্ষুধ প্রত্যাশা নিয়ে
যা'রা চলে,
তা'দের প্রত্যাশা প্রতিহত হ'লেই
তা'রা কিন্তু ছিটকে পড়ে প্রায়শঃ । ৫৪ ।

যেখানে যে-উদ্দেশ্যেই যাও না কেন,
সেই উদ্দেশ্যটাকে
সাত্বত-সন্দীপী ক'রে রেখো,
আর, সমীচীন সন্ধিৎসার সহিত
সতর্ক-সন্দীপ্ত হ'য়ে চ'লো,
অন্তরে উর্জ্জী উদ্যম নিয়ে
নিষ্পাদন-প্রতিজ্ঞ হ'য়ে থেকো ;
সঙ্গে-সঙ্গে মৈত্রীপ্রতিষ্ঠ ব্যবস্থিতি
ও অনুচলনকে
তা'র স্থিরভূমি ক'রে নিও ;
অন্ততঃ এতটুকু যদি
তোমার সঙ্কল্পের সাথে-সাথে

প্রবুদ্ধ উদ্যমে
অধিষ্ঠিতি লাভ করে তোমাতে,
দেখবে—
কৃতকার্য্যতার আবেগশীল কৃতিচলনও
তোমাতে উচ্ছলস্রোতা হ'য়ে চ'লবে,
কৃতকার্য্যতাও লাভ ক'রবে তেমনতর । ৫৫ ।

চাহিদার ছলিকা নিয়ে
কথার ভাঁওতায়
ভক্তি-অর্ঘ্য সজ্জিত ক'রতে যেও না,
ভজন-পরিচর্য্যী হও,
ঐ ভজনই তোমার অলক্ষ্যে
তোমার চাহিদার আপূরণ ক'রে চ'লবে—
ঐ ভজন-অনুদীপনী আগ্রহ-অনুচর্য্যাই
উৎকর্ষী যেমনতর,
তেমনি ক'রে ;
নয়তো, ঐ দুর্দ্দান্ত ভাঁওতাবাজ
পরিচর্য্যা তোমার
তোমাকে কতবারই
নিষ্ঠুর পরিহাসে
যে উপহাস ক'রবে—
আলো-আঁধারের বেলন-ডলনায়,—
তা'র ইয়ত্তা নাই কিন্তু । ৫৬ ।

যদি বিহিত পরিচর্য্যা
এমনতরভাবে না কর—
যা'তে পাওয়াটা তোমার

অবাধ হ'য়ে ওঠে—
তা'ও যেমন তোমার ব্যাধি
বা বিকৃতি,
তেমনি, পাওয়া সত্ত্বেও
বিহিতভাবে যদি না দাও—
উপযুক্ত অনুচর্য্যায়
পরিপোষণ ক'রে,
আর, এই দেওয়া-নেওয়া যা'তে
সমীচীন অর্জ্জনায়
অব্যাহত থাকে
এমনতর কৃতিচলনে না চল—
তা'ও কিন্তু
বিকৃতি বা ব্যাধি ;
আর, দেওয়া-নেওয়ার
সমঞ্জস চলনই হ'চ্ছে
সাম্য-সংস্থিতি । ৫৭ ।

যখনই তোমাকে
কেউ কিছু দেয়—
স্বতঃসন্দীপ্ত সৎ-ইচ্ছায়,
তুমি
উল্লাসপ্রীত হৃদয়ে
তা'
এমনভাবে গ্রহণ ক'রো—
এই গ্রহণটাই যেন
তোমার ব্যবহার-বিনায়নে
তা'র হৃদয়কে

ফুল্ল ক'রে তোলে,
উল্লোল ক'রে তোলে,
অভিদীপ্ত ক'রে তোলে ;
এই উল্লোল অভিদীপনাই হ'চ্ছে—
তৃপ্তির হোম-আহুতি । ৫৮

তুমি কখন কেমনভাবে
কী কথা বল,—
কেমন ক'রেই বা কী কর,—
কী সন্দীপনায় বা লোকের সাথে
মেশো-গোশো—
ব্যবহারের কী তাৎপর্য্য নিয়ে—
এমন-কি,
তা' আপদ্-বিপদ্-দুর্দ্দৈবের ভিতরেও,
তা'রই 'পর নির্ভর ক'রছে—
তোমার ভাগ্য,
ভাবসঙ্গতির ভিতর
যেমনভাবে যেটা সম্বদ্ধ থাকে
যেমন ভজনশীল তাৎপর্য্য নিয়ে
বিবেক-বিনায়নী তৎপরতায়,—
তোমার চালচলন, আচার-ব্যবহার
ও কথাবার্ত্তার ভিতর-দিয়েও
রূপান্তরিত হ'য়ে
কত রকমে
তা'রই উৎক্ষেপ হ'য়ে ওঠে ;
তাই, ভাগ্য কথার
আবির্ভাবও হ'য়েছে—

ঐ 'ভজ্' হ'তে—
সেবানুরাগী তাৎপর্য্যে ।৫৯।

তুমি তেমনতর কর—
তেমনতরই হও—
লোকের কাছে তুমি
যেমনতর পেতে ইচ্ছা কর,
আর
আচারে-ব্যবহারে,
চালচলনে,
আপ্যায়নী অনুকম্পায়,
স্বস্তি-প্রসাদনী পরিচর্য্যায়,
উর্জ্জী অসৎনিরোধী
পরাক্রম ও প্রস্তুতি নিয়ে
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগে
চলও তেমনতর ৬০।

তোমার বিহিত করণীয় যা'
তা'কে উপেক্ষা ক'রে
অন্যকে যতই বিশ্বাস কর
বা ভালবাস না কেন,
বা তোমাতে বিশ্বস্ত ও প্রীতিসম্পন্ন
মনে কর না কেন,
ঐ বৈধী-চলনের প্রতি অবহেলা
অন্যের প্রীতি ও বিশ্বাসকে
অবদলিত ক'রে

প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে তোমাকে—
তা' যে-রকমেই হো'ক না কেন,
আর, এই-ই হওয়া স্বাভাবিক ।৬১।

মানুষের সাথে ভাব কর—
মানে,
মানুষের ভাবাপন্ন হও,
অমন হওয়াটাই হ'চ্ছে 'ভু',
আর, ঐ 'ভু'ই ভাব,
ভুমি তা'র হও,
তা'কে
তোমার ভাবাপন্ন ক'রে তোল—
তা' যত শিষ্ট, সুষ্ঠু
ও সুন্দর ক'রে পার,
আর, ওর ভিতরেই কিন্তু
সম্পদ্-বিভব-বিভূতি
লুকিয়ে থাকে ।৬২।

মানুষের জীয়ন্ত অর্থই হ'চ্ছে—
মানুষ,
তা'র বোধবিনায়নী তাৎপর্য্যে দাঁড়াও,
ব্যবহার ও পরিচর্য্যায়
তা'কে ব্যর্থ ক'রতে যেও না,
যতখানি তোমার সম্বল থাকে অন্তরে—
তা'ই দিয়েই তা'কে
উচ্ছল ক'রে তোল,
তুমি যদি তা'র সম্বর্দ্ধনাকে

ব্যর্থ না কর—
তুমিও ব্যর্থ হবে না ;
মানুষের জীবনীয় স্বার্থ হও,
মানুষকে বিকৃত ক'রে তুলো' না,
দেখবে,—
ক্রমে-ক্রমে
ব্যর্থতাই ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে । ৬৩ ।

তোমার অন্তরে যখন যে-বিষয়ে
বা ব্যাপারে
যা' উদয় হয়—
তা'ই-ই ব'লতে যেও না,
যা' হৃদ্য ও শুভপ্রসূ,
লোকের প্রীতিপ্রদ,
উপযুক্ত আপ্যায়নী ভঙ্গীতে
তা'ই-ই ব'লো ;
আবার, যে-বিষয়ে
যা' বলা সমীচীন,
না-বলা ক্ষতির কারণ ব'লে মনে হয়,
তা'ও সমীচীন দক্ষতায়
বিনীত হৃদ্য উৎসারণায়
শুভ-সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
অভিব্যক্ত ক'রো ;
কা'রও কোন ধারণাকে
বা অসৎ-অভিব্যক্তিকে
ব্যাহত ক'রতে
যদি কিছু ব'লতে হয়—

তা'ও বিহিতভাবে
হৃদ্য ও শুভপ্রসূ ক'রেই ব'লো,
যা'কে ব'লছ—
সেও যা'তে
ক্ষোভান্বিত না হ'য়ে
বিবেক-দষ্ট হ'য়ে ওঠে,
শুভ-পন্থী হ'য়ে ওঠে—
যথাসম্ভব তা'ই ক'রো,—
তোমার বাক্ ও ভঙ্গী
যতই তীব্র
বা স্নেহল-হৃদ্য হো'ক না কেন । ৬৪ ।

মানুষের শরীর, মন, পরিবার
ও পারিবেশিক অবস্থা
লহমায় অনুধাবন ক'রে
তা'কে যে-বিষয়ে
যেমনতর অনুরোধ করা সম্ভব—
তা'ই-ই ক'রো ;
তা' না ক'রে
তা'র নিন্দাবাদ,
অবজ্ঞা বা কোন অপবাদ—
তোমার পক্ষেই বেশী ক্ষতিজনক' কিন্তু,
কারণ,
তোমার ঐ অবিবেকী বিকৃত ব্যবহার
তা'র অন্তঃকরণে
এমনতরই আঘাত দেবে—
যা'র ফলে তোমার

তা'র বা তা'দের হ'তে যা' পাওয়ার
তা' ক্ষুণ্ণই হ'য়ে উঠবে ;
তাই বলি—
বিবেচনা ও ব্যবহার ক'রতে
আগে শিখে নাও
আপন পরিবারের ভিতর-দিয়ে,
তা'রপরে ক্রমশঃ
তোমার শুভ-সন্দীপনী রাগদীপনা
প্রতি অন্তরে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে উঠুক,
তুমি সব অন্তঃকরণের
দীপপ্রভা হ'য়ে ওঠ । ৬৫ ।

তোমার ইষ্টার্থ-অনুনীত চালচলন
বাক্য ও ব্যবহার
মানুষকে যেন
অবশ-উদ্যম ক'রে না তোলে,
তোমার সৌজন্য ও ওজোদীপ্ত
অনুপ্রেরণা
মানুষকে আপ্যায়িত ক'রে
উদ্যোগীই যেন ক'রে তোলে,
ঐ প্রবোধনা যেন এমনতর
আগ্রহ সৃষ্টি করে—
যা'তে মানুষ শুভ-সম্বর্দ্ধনী
কর্ম্মচর্য্যানিরত হ'য়ে
যোগ্যতার অনুশীলনে
প্রবৃত্ত না হ'য়েই পারে না,
আর, যুত যোগ্যতায়

অভিদীপ্ত হ'য়ে
ইষ্টার্থকে নিজের জীবনে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে,
—আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে
পরিবার ও পরিবেশের
ভরণশীল হ'য়ে ওঠায়
নিজেকে ধন্য ব'লে অনুভব করে,
—তোমার ব্যক্তিত্বের প্রভাবই
যেন এমনতর হ'য়ে ওঠে ।৬৬।

বলে কিন্তু করে না,
অথচ ভাল লোক,
সে কিন্তু নিশ্চিন্তে
নির্ভরযোগ্য নয়,
তাই, তা'র কাছে
উপস্থিত হ'য়ো,
ব'লো,
এবং যা' ক'রবার তা' করিয়ে নিও—
কুশলকৌশলী তৎপরতায় ।৬৭।

যা'র গুণের কথা
যতই শোন না কেন,
সে আচারে, নিয়মে,
কথায়-বার্ত্তায়
কর্ম্মদক্ষ দায়িত্বে
কুশলকৌশলে
অনুচর্য্যী অনুনয়নে

ইষ্টার্থপরায়ণ লোকচর্য্যা কতখানি--
তা'ই হ'চ্ছে তা'র নমুনা
বাস্তবে সে কেমন ;
আবার, কা'রও নিন্দা যদি শোন—
তাহ'লেও
আচার-নিয়মে
কথায়-বার্ত্তায়
ব্যবহারে
সে কতখানি অপটু,
অনাস্থাভাজন,
নিষ্ঠাহারা
ও অসৎকর্ম্মা,
আর, লোকের বিরক্তিভাজনই
বা সে কতখানি—
তা' দেখে
যেমন ভাববার,
তেমনি ভেবে নিও ;
নিজের চলনাকেও
ঐ দিগ্দর্শনে দেখে
নিয়ন্ত্রিত ক'রো । ৬৮ ।

তোমার অন্তরের
সৎ-সন্দীপনাকে—
তোমার ভাবদীপনাকে
মুখে প্রকাশ না ক'রে
হাতেকলমে যতটুকু পার
কর,

কারণ, ভাব মূর্ত্ত হয়
কৃতির ভিতর-দিয়ে,
অস্খলিত হ'য়ে থাক ঐ স্বভাবে ;
এমনি ক'রতে ক'রতে
দেখতে পাবে—
তোমার অন্তঃস্থ সৎপ্রবৃত্তিগুলি
তেমনতর সক্রিয় হ'য়ে
তোমাকে সুসন্দীপ্ত ক'রে তুলছে—
কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার,
ও চালচলনের ভিতর-দিয়ে ;
না-ক'রলে
অন্তঃস্থ সৎপ্রবৃত্তিও বাড়ে না,
করার ভিতর-দিয়েই তা' বাড়ে,
কারণ, তা'তে মানুষ অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে ;
আর, সব সময়ই
ইষ্টনিষ্ঠায় অস্খলিত থেকো,
ঐ ইষ্টনিষ্ঠায়
অটুটভাবে অভ্যস্ত হ'য়ে চল,
তিনিই তোমার অন্তরের পরিচালক,
সত্তার সাত্বত সম্পদ্ ;
নিজেও সুখী হবে,
অন্যকেও সুখী ক'রতে পারবে—
ক্রম-তৎপরতায় । ৬৯ ।

কা'রও যদি
আপনার হ'য়ে উঠতে না পার—
স'য়ে, ব'য়ে, ক'রে,

দিয়ে, থুয়ে, নিয়ে
অনুকুল অনুচর্য্যী অনুনয়নে,
প্রতিকূলকে বর্জ্জন ক'রে
সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হ'য়ে,
এক-কথায়, নিজের স্বার্থ ও সংস্থিতি দিয়ে
তা'রই স্বার্থ ও সংস্থিতির
সংস্থান ক'রে নিয়ে,—
আত্মীয়তা অনুক্রিয় তৎপরতায়
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে না কিন্তু কিছুতেই,
দায়িত্ব, মমতা ও কর্ত্তব্যহীন
চাহিদাপীড়িত-অনুবেদনা
তোমার চিত্তকে খুঁচিয়ে
ক্ষোভবিদ্ধ ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
কেউ লাখ করুক—
সে-করায় তোমার অন্তঃকরণ
উৎসারিত হ'য়ে উঠবে না,
লাখ পাও—
সে-পাওয়া তোমাকে
আপূরিত ক'রে তুলতেই পারবে না ।৭০।

সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় না রেখে
যতই সস্তা হ'য়ে উঠবে,
তোমাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করার প্রবৃত্তি
মানুষের ভিতর
তুমিই ঢুকিয়ে দেবে ততই,
তা'তে তোমারও সুবিধা নয়,

অন্যের পক্ষে তো নয়ই,
কথায় বলে, 'সম্ভার তিন অবস্থা' । ৭১ ।

মানুষের সাথে যদি
সম্ভ্রমাত্মক আপ্যায়না নিয়ে
বিনীত বান্ধব-অনুচর্য্যার সহিত
মেলামেশা না কর,
তবে কিছুতেই আশা ক'রো না—
অন্যেও তোমার সাথে
অমনতর আপ্যায়না নিয়ে
এগিয়ে আসবে ;
তাই, সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
প্রয়োজন হ'লে
বিহিত আপ্যায়না নিয়ে
লোকের কাছে যেও,
উপকৃত হবে তুমি,
উপকৃত হবে সেও ;
শুভ ও সমীচীন আপ্যায়ন-সঙ্গতিতে
উভয়েই তৃপ্তিলাভ ক'রে থাকে
প্রায়শঃ,
এতে পরস্পরের মধ্যে
ভাবও বজায় থাকে,
আর, ভাব যদি ব্যক্তিত্বকে
হওয়াতে উদ্ভিন্ন ক'রে না তোলে—
তবে তা' বন্ধ্যা বা মিথ্যা ;
যেমন ভাব, তেমনই লাভ । ৭২ ।

দোষদর্শী, রুষ্ট
ও ক্রূর পরিচর্য্যা—
যা' স্বার্থসমীক্ষু হ'য়ে
মানুষের অন্তরে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
সে-পরিচর্য্যা
প্রীতিকে আবাহন করে না,
অনুকম্পাশীল
সৎ-নয়ন-অভিষ্যন্দিত পরিচর্য্যায়,
আচার-ব্যবহার
বা আলাপ-আলোচনায়
ঐ প্রীতি বা অনুকম্পা
গজিয়ে ওঠে—
সতর্ক সন্দীপনী সুবীক্ষণায় ;
তাই, প্রীতিকেই যদি চাও—
শুভসন্দীপনী প্রীতিচর্য্যায়
মানুষকে উচ্ছল ক'রে তোল,
তবে তো !
যা' ক'রলে যা' হয়
তা' ক'রলে কিন্তু
তা'ই-ই হ'য়ে থাকে—
ভাবোচ্ছল কৃতিদীপনায় । ৭৩ ।

তৃপ্তিই যদি চাও—
সুষ্ঠু-সুন্দর ব্যবহারে
লোকতর্পণ কর—
লোকের তৃপ্তি দাও,

উচ্ছল নন্দনায়
উদাত্ত অনুবেদনা নিয়ে
ঐ লোকই তোমার
তৃপ্তির আশিস্
ব'য়ে নিয়ে আসবে,
এমন-কি,
যা'রা তোমার সহিত
অশিষ্ট ব্যবহার ক'রেছে—
শিষ্ট অনুশাসন-তর্পিত
ব্যবহার ও চর্য্যা নিয়ে
তা'দের অন্তঃকরণ
তৃপ্তিপ্রসন্ন ক'রে তোল,
স্বস্তি
সৎ-পরিস্রবা হ'য়ে
তোমাকে তর্পণ-স্নাত ক'রে তুলবে ; ৭৪ ।

অবাঞ্ছিত প্রতিটি ব্যবহারই
মানুষকে সাধারণতঃ
দুঃখবিহ্বল ক'রে তোলে,
তুমি দুঃখমর্দ্দিত হ'য়েও
যেমন পার
যতখানি তোমার সম্ভব—
লোককে
সুখী ক'রতে চেষ্টা ক'রো—
তোমার চালচলন,
দৃষ্টি,
হাসি-কান্না

সব-তা'র ভিতর-দিয়ে,—
বীর্য্যবান্ তৎপরতায়,
ক্রমেই দেখো—
অনেকেই তোমাকে
সুখী ক'রতে চাইবে—
তুমি যেমন ক'রছ
তা'রই প্রতিক্রিয়ায় । ৭৫ ।

চক্ষু, চিন্তা ও চলনের
বিকৃত বৈকল্যকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
ইষ্টার্থ-অনুনয়নে বিনায়িত ক'রে,
তেমনতর দেখ,
তেমনতর বল,
তেমনতর কর,
তোমার ঐ আচার-ব্যবহার ও কৃতিচলনকে
যা'তে কেউ নিন্দা ক'রতে না পারে ;
সুষ্ঠু সঙ্গতির সহিত
সেগুলিকে
যেখানে যেমন প্রয়োজন—
যথাসম্ভব তেমনভাবেই ব্যবহার ক'রো,—
যা'তে প্রত্যেক লোক
উদ্বোধন-তাৎপর্য্যে
তোমাকে আদর না ক'রেই পারে না,
যদিও
আদর পাওয়ার লোভের চাইতে
সুষ্ঠু সঙ্গতিশীল

বাক্য, ব্যবহার, চিন্তা ও চলনকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
নিজেকে
সুবিধায়নায় বিন্যস্ত করাই শ্রেয়,
আর, তোমার ঐ শ্রেয় চলন
উপভোগ করুক
পরিবেশে । ৭৬ ।

তুমি ছেলেই হও
আর মেয়েই হও,
যেখানে যা'র সাথে
ঝগড়াঝাটি ক'রতে
বাধ্য হ'য়ে উঠছ—
তা'র মান-সম্মান-শিষ্টাচারকে
কাঁটায়-কাঁটায় বজায় রেখে
তা' ক'রো ;
যা'র সাথে ঝগড়া ক'রছ বা সেখানে
পরিবেশের যা'রাই থাক—
তা'রা যেন তোমার ঝগড়াতে
তৃপ্ত হ'য়ে ওঠে
পুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
অন্তরের বেদনা তা'র
তোমার আচার-ব্যবহার
আর ঝগড়ার কায়দা দেখে
যেন মুগ্ধ হ'য়ে ওঠে
অনুকম্পাশীল হ'য়ে ওঠে—
তোমার প্রতি ;

যতই এমন পারবে,
তুমি তখন নিজেই বুঝতে পারবে—
ঝগড়ার কায়দা, তুকতাক
তোমার অনেকখানি
এস্তামাল হ'য়ে উঠেছে ;
সব চেয়ে ভাল কিন্তু -
ঝগড়াঝাটি মোটেই না সংঘটিত হয়
সেইদিকে নজর রেখে চলা,
স্বস্তি
বিশৃঙ্খল হ'য়ে উঠবে না তোমাতে । ৭৭ ।

ন্যায় মানে
যা' নিয়ে যায়,
যা' অর্থাৎ যেমনতর আচার, ব্যবহার,
কথা, ভাবভঙ্গী, অনুচর্য্যা ইত্যাদি ;
কা'রও প্রতি
যেমনতর আচার-ব্যবহার ক'রবে—
কথাবার্ত্তা কইবে—
ভাবভঙ্গী তোমার যেমনতর হবে—
তা'র হৃদয়ও সেই দিকেই
আনত হ'য়ে উঠবে ;
কা'রও দুর্ব্ব্যবহার সত্ত্বেও
তুমি সদ্ব্যবহার যদি কর—
আচার-ব্যবহার কথায়-বার্ত্তায়
তা'কে সৎসন্দীপী ক'রে তোল,
সে তোমার প্রতিও সাধারণতঃ
সৎ-অনুকম্পাশীলই হ'য়ে উঠবে ;

তাই, তা'র অন্তঃস্থ উদ্দেশ্যকে
তোমার চাহিদামাফিক বিনায়িত ক'রতে
উপযোগী আচার-ব্যবহার
কথাবার্ত্তা, অনুচর্য্যা ইত্যাদিতে
নিরত থেকো ;

তুমি যদি মানুষের অসৎ ব্যবহারকে
বা উদ্দেশ্যকে
তোমার কথাবার্ত্তা ভাব ইত্যাদি দিয়ে
উস্কে তোল—
তোমার প্রতিও তা'র বা তা'দের
অসৎ বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি
সজাগ হ'য়ে উঠবে ;

তাই, সহ্য, ধৈর্য্য,
অধ্যবসায়ী অনুকম্পা নিয়ে
মানুষের মঙ্গললিপ্সু হ'য়ে ওঠ,
আচারে, ব্যবহারে, অনুচর্য্যায়
অমনতর মঙ্গল-অভিষিক্ত ক'রে তোল,
প্রতিক্রিয়ায় সাধারণতঃ
মঙ্গলেরই উদ্ভব হ'য়ে উঠবে ;

তোমার চলা, বলা, করা
যেদিকে যেমনতরভাবে
যা'কে নিয়ে যায়—
সেই নিয়ে-যাওয়াটাই কিন্তু ন্যায় ;
তাই বলি—
শুভ-সন্দীপী ন্যায়বান্ হও,
যদি শুভ-প্রতিদান পেতে চাও । ৭৮ ।

ব্যবহার মানেই
রক্ষাকে বহন ক'রে চলা—
যেমন নিজের
তেমন অন্যের ;
যেমনতর আচরণে তা' হয় না—
সেখানে কিন্তু
ব্যবহারই সিদ্ধ হয় না ;
অন্যকে যত
শিষ্ট ও সুন্দর ক'রে তুলতে পার—
চাল-চলনে,
আচার-অনুনয়নে,
পরিচর্য্যী উৎসর্জ্জনায়,—
সে যত ভাল হ'য়ে উঠবে,
শিষ্ট-সুন্দর হ'য়ে উঠবে,—
স্বতঃসন্দীপনায়
তুমিও তেমনতরই
আরো হ'য়ে উঠবে ;
প্রত্যেকটি ব্যষ্টি
এই আরো হওয়াতে
সুন্দর স্বস্তিপ্রসূ হওয়াতে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে,
এই বিবর্দ্ধনী তাৎপর্য্য
তোমাকে স্বতঃই বহন ক'রে চলবে,
কারণ,
তোমারই বিবর্দ্ধন-পরিচর্য্যায়
তা'রা সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠেছে ও চ'লেছে ;

তাই, শুভ মনন,
শুভসন্দীপ্ত কৃতি,
ও বিহিত পরিচর্য্যায়
তুমি উচ্ছল হ'য়ে ওঠ—
সবাইকে উচ্ছল ক'রে ;
অন্তরীক্ষে
স্বস্তি
সামগানে
সবাইকে মুগ্ধ ক'রে তুলুক,
কৃতিসন্দীপ্ত ক'রে তুলুক,
চর্য্যানিরত ক'রে তুলুক,
আর, এমনি ক'রেই
তোমার সত্তা
সার্থকতার শুভস্থন্দরে
প্রতিষ্ঠিত হো'ক । ৭৯ ।

যেখানেই হো'ক না কেন,
তোমার বাক্য ও ব্যবহার
যেন হৃদ্য বিনয়-বিনায়িত
বা স্নেহল আপ্যায়নাসম্পন্ন হয়,
এমন-কি, কোথাও যদি
ভৎ´সনার প্রয়োজন হয়,
ক্রোধদীপনার প্রয়োজন হয়,
ঐ ক্রুদ্ধ ভৎ´সনাও যেন
হৃদ্য বিনয়-বিনায়ন-তৎপর হ'য়ে
অন্যায্যের নিরোধপ্রবণ হ'য়ে
মানুষের অন্তর স্পর্শ করে,

যা'র ফলে—
যে শোনে সেও তৃপ্তিলাভ করে,
তুমিও তৃপ্ত হ'য়ে উঠতে পার ;
তোমার কর্ম্মতৎপর জীবন
ঐ-রকম হৃদ্য বিনয়-বিনায়িত
বাক্য-ও-ব্যবহারসম্পন্ন হ'য়ে
যতই শুভানুচর্য্যা-প্রবণ হ'য়ে উঠবে,—
তৃপ্তি বান্ধবনিবন্ধনায়
হৃদ্য-গৌরবী হ'য়ে
তোমাকে আপ্যায়িত ক'রেই
চ'লতে থাকবে প্রায়শঃ,
মানুষের সত্তার স্বার্থকে ব্যাহত ক'রে
আত্মস্বার্থকে প্রথম ক'রে
তুলতে যেও না,
ঐ স্বার্থ-অনুচর্য্যাই যেন
তোমার স্বার্থকে
অর্থান্বিত ক'রে তোলে—
স্বতঃ-সন্দীপনায় ;
আর, এই সব চলন ও নিয়ন্ত্রণ
যা'-কিছু
ইষ্টীপূত হ'য়ে
সার্থক সঙ্গতিতে
তোমাকে বিজ্ঞ নন্দনায়
নন্দিত ক'রে তুলুক ;
তুমি প্রত্যেকেরই নন্দনায়
আনন্দব্যক্তিত্ব নিয়ে
তোমার পরিবেশকে

নন্দিত ক'রে চ'লতে থাক,
আর, নন্দনার শুভ-আশীর্ব্বাদ
কল্যাণ-মণ্ডিত হ'য়ে
সদাচার-সন্দীপনায়
তোমাকে শতায়ু ক'রে তুলুক । ৮০ ।

যা' তুমি একক ক'রতে পার,
তা' নিজেই শুভদ-সুন্দরে নিষ্পন্ন কর—
তড়িৎ-তৎপরতায় ;
যা' শুধু নিজেই ক'রতে পার না,
তা'তে অন্যের সাহায্য নিও—
ততটুকু পর্য্যন্ত,
যতটুকু নিজের সাধ্য বা সঙ্গতিতে
না কুলায় ;
আর, যা'ই কর না কেন—
তা' যেন তোমার
ইষ্টার্থ-প্রণোদনাকে
শুভ-উপচয়ে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তোলে,
উৎসাহ-নন্দিত ক'রে তোলে ;
কাউকে বেদনা দিও না—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত না
প্রীতি-উদ্দীপনার স্বতঃ-নিয়মনে
ঐ বেদনা শুভদ হ'য়ে ওঠে—
তোমার ও যা'কে বেদনা দিচ্ছ, তা'র ;

তোমার প্রতিটি চলা, প্রতিটি ইঙ্গিত
প্রতিটি ব্যবহার
প্রতিটি ভাষণ
যেন মানুষের সত্তাকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
ত'ারা যেন
তোমাকে বিবেচনা ক'রতে পারে—
তা'দের সাত্বিক বর্দ্ধনার অনুপ্রেরণা ব'লে ;
এমনতর ত্বরিত সুদীপ্ত
অনুদীপনা নিয়ে চ'লো—
নিষ্পাদন-বিভোর আকূতি-উৎক্রমণায়,
যা' তোমার আশপাশ যা'-কিছুকে
সুকেন্দ্রিক সম্পাদনী সুযোগ্যতায়
উদ্যোগ-মত্ত ক'রে রাখে ;
চল অমনতর ক'রেই,
শ্রেয়লাভ ক'রবে জীবনে—
অশেষ লাস্য-নন্দনা নিয়ে,
ত্যাগ ও ভোগের
সাম্য-চুম্বনের ভিতর-দিয়ে ;
ঈশ্বরই পরম তীর্থ,
ঈশ্বরই অনুশীলনী তপস্যার পরম কেন্দ্র,
ঈশ্বরই আধিপত্যের উল্লাস-বিভূতি,
ঈশ্বরই বীর-বীর্য্য, ওজঃ-তেজ—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের পূত-দীপনা । ৮১ ।

মস্কারি
যদি ক'রতে হয় কা'রো সাথে—

এমন কথার
সাজগোজ নিয়ে তা' ক'রো—
যা'তে
যা'র সাথে মস্‌কারি ক'রছ—
সে যেন সুসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
এই সুসন্দীপনা যেন
তা'র পক্ষে
মঙ্গলপ্রসূ হয় ;
পাতলামি ক'রতে যেও না,—
তোমার ব্যক্তিত্ব
পাতলা হ'য়ে উঠবে,
লোকের অন্তরে
তা'র দাম
কমই হবে কিন্তু,
উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠবে না কেউ তা'তে ;
চল—
কিন্তু বিবেচনা ক'রে । ৮২ ।

ন্যায্যতার মাপকাঠিই হ'চ্ছে—
যা'র প্রতি যা'ই কিছু কর না
তা'র জীবনীয় তাৎপর্য্যকে
উচ্ছল ক'রে তোলা,
জীবনীয় বিধায়নাকে
সুচারু সন্দীপনায়
কৃতিসন্দীপ্ত ক'রে
যথাসম্ভব নিটোল ক'রে রাখা
শিষ্ট নিবেশ নিয়ে ;

যত পার—
এগুলি নিষ্পন্ন ক'রে চ'লতে থাক,
আর, এর সাথে-সাথে
তোমার অন্যায্য ব্যবহার
যেখানে আছে
বা ক'রে ফেলেছ,—
তা'র জন্য
বিনয়ী দীনতায়
তাঁ'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর,
অর্থাৎ তিনি যা'তে
তোমাকে সহ্য করেন—
তা'ই কর,
আর, ভবিষ্যতে যা'তে ঐরূপ না কর—
সেদিকে নজর রেখে চ'লো,
এতে তোমার দ্যোতনা
প্রশ্রয় পেয়ে
প্রদীপ্তই হ'য়ে চ'লবে । ৮৩ ।

তোমাতে বিদ্বেষভাবাপন্ন যে—
তোমাকে হীনচক্ষুতে দেখে যে বা যা'রা—
ঠিক তেমনতর রকমেই যদি তা'র
প্রতিশোধ নিতে চাও,—
তা নিষ্ফলই হবে,
ঐ বিরোধ ক্রমশঃই উগ্রতর হ'য়েই
চ'লতে থাকবে—
সে দুর্ব্বলই হো'ক,
সবলই হো'ক ;

এর প্রশমকই হ'চ্ছে--
তা'র সহিত সৎ ও সুন্দর ব্যবহার করা,
আর, যে-প্রয়োজন
তা'কে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে—
সেই প্রয়োজনে তা'কে
সমীচীনভাবে সাহায্য করা,
এবং সেই সংঘাত হ'তে
তা'কে স্বস্তিতে সন্দীপ্ত ক'রে
আপ্যায়নায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা ;
এই বান্ধব-ব্যবহারই
ঐ শত্রুদীপনার বা হীনদৃষ্টির
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিশোধ ;
তখন তোমার প্রতিরক্ষক হ'য়ে দাঁড়িয়ে
তোমাকে শুভ-সন্দীপ্ত ক'রে তোলাই হবে
তা'র স্বস্তি ও কল্যাণের
হৃদয়-জুড়ানো দ্যুতিদ্যোতনা ;
কর, দেখ, তৃপ্তি পাবে,
অন্যকেও তৃপ্তির অধিকারী ক'রে তুলবে ।৮৪।

যদি ভালই চাও—
যা'তে অন্যের ভাল হয়
কায়মনোবাক্যে
স্বার্থপ্রত্যাশা না রেখে
তা'ই ক'রে চল,
ঐ ভাল করার প্রতিধ্বনি
মানুষের অন্তরে
জাগ্রত থেকে

তোমার যা'তে ভাল হয়—
বোধ ও বুদ্ধিমাফিক
তা'রা তা' ক'রেই চ'লবে,
কারণ
তুমি তা'দের
ভাল'র
সার্থক স্থণ্ডিল হ'য়ে চ'লেছ ;
চতুর দক্ষতা নিয়ে
অমনতর ভাল ক'রে চল,
ভাল
সহজ-সুন্দর প্রীতি-উৎসারণায়
তোমার কাছে আবির্ভূত হবে ;
ভাল পাওয়ার
সুষ্ঠু পন্থাই হ'চ্ছে—
ভাল করা—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনি করা—
সাবধান সমীক্ষায় । ৮৫ ।

কোন ব্যাপার-বিড়ম্বনায়
কোন কেউ যদি
তোমার সঙ্গে কথা না বলে,
বা কথা ব'ললেও
'হ্যাঁ' 'না'র উপর দিয়ে
নিষ্পত্তি ক'রে দেয়,—
তখনই বুঝবে তা'র অন্তঃকরণে

বেদনা বা গলদ আছে,
সে কথা বলুক বা না বলুক—
শুনুক বা না শুনুক—
তুমি আপ্যায়না নিয়ে
তা'র সাথে কথা ব'লো,
নীরব থেকো না,
সঙ্গে-সঙ্গে স্বাভাবিক অনুচর্য্যা
যেমন হওয়া উচিত—
তা' হ'য়ো,
যদি নেহাতই অবজ্ঞা করে—
অপেক্ষা কর,
আর, সুযোগ খোঁজ—
কোন্ ফাঁকে কথা ব'লতে পার,
মিশতে পার—
ঐ অমনতর আপ্যায়না নিয়ে ;
মনে রেখো—
কেউ যদি খারাপও হয়,
'সে খারাপ' এ-কথা শুনতে ভালবাসে না,
তুমিও অমনতর কথা ভালবাস না ;
তাই, সুকৌশলে নিরাকরণ-প্রয়াসী হও,
সে দুঃখিত না হয়,
ব্যথিত না হয়,
বিরক্ত না হয়—
আপ্যায়নার সহিত
এমনতর বল ও কর,
এতে মানুষের অন্তরের ভার
অনেকখানি লাঘব হ'য়ে ওঠে । ৮৬ ।

তুমি তোমাকে যেখানে
অপমানিত ব'লে মনে ক'রছ,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তোমার ব্যক্তিত্বের তেমনতর
ওজন নাইকো,
আর, ওজন নেই ব'লে
অন্যের অহঙ্কার
তুমি স'য়ে নিতে পার না,
ব'য়ে নিতেও পার না ;
ঐ অবমাননার প্রতিক্রিয়ায়
যখন তা'কে অবমানিত ক'রে তুলছ—
তা' কিন্তু তোমার দৈন্যেরই
হাহাকার মাত্র ;
তুমি অমানীকেও
মান দিতে থাক—
ইষ্টানুগ কর্ম্মনিরতি নিয়ে উদ্দীপ্ত থেকে,
তাঁ'র প্রতিকূল যা'-কিছুর
নিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা বর্জ্জনে
তৎপর হ'য়ে ;
বীর্য্যবান্ শৌর্য্য-সমন্বিত
সাধু নিষ্পন্নতায়,—
তোমার মর্য্যাদা
ব্যক্তিত্বকে রঞ্জিত ক'রে
তোমার জীবনদাঁড়ায় সার্থক হ'য়ে উঠবে,
অপমান তোমাকে
অবদলিত ক'রতে পারবে না ;
বিহিত বোধনায়,

সমীচীন তৎপরতায়
হৃদ্য উল্লোল বীক্ষণায়
যেখানে যা' সমীচীন তা'ই ক'রো,
তা'তে তুমিও
কৃতকৃতার্থ হ'য়ে উঠবে ।৮৭।

মানুষের অন্তঃস্থ স্বার্থপরতা
লেলিহান হ'য়ে
যখন হিংস্র তাৎপর্য্যে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে দাঁড়ায়,
তখন তা'রা
প্রীতিচর্য্যা কমই বুঝতে পারে—
চর্য্যাশীল তৎপরতা নিয়ে
চ'লতে হয় যদিও
সন্ধিৎসাপূর্ণ সাবধানী অনুচলনে ;
তা'র উপরে তোমার প্রীতিচর্য্যা,
আচার-ব্যবহার
সে যতটা বুঝতে পারে,—
যে-সব ব্যাপারে
সে হিংস্র
তা'র সমাধান যত
সঙ্ঘটিত হ'তে থাকে,—
এক-কথায়,
তোমার প্রতি
তা'দের নিবিষ্ট অনুবেদনা
বেড়ে যেতে থাকে যতই,—
ততই তা'রা

ক্রমে-ক্রমে
কৃতিমুখর হ'য়ে ওঠে,
আর, আচার-ব্যবহারও
সঙ্গে-সঙ্গে
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে সেমনি ;
মানুষ কেন—
পশুদের ব্যাপারেও
এমনতর হ'য়ে থাকে—
ক্রম-পরিচর্য্যী
অনুবেদনী অভিসারের ভিতর-দিয়ে ;
তাই, প্রীতিপরিচর্য্যা ক'রতে গেলেই
বিহিত নজর রেখে
সন্ধিৎসার সহিত
উপযুক্ত তাৎপর্য্যে
যা'তে তা'রা ক্ষুব্ধ হ'য়ে না ওঠে
এমনতর করাই ভাল—
ক্রমে-ক্রমে এগিয়ে,
সমীচীন সহ্যের সাথে । ৮৮ ।

কাউকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলো না—
নেহাত শুভপ্রসূ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে ;
বিশ্বাসিত হৃদ্য ব্যবহারে
যথাসম্ভব তৃপ্ত ক'রে তুলতে
চেষ্টা কর সবাইকে ;
কেউ যদি তোমাকে ক্ষুব্ধও ক'রে তোলে
তুমি যথাসম্ভব ক্ষুব্ধ
না হওয়ার দিকেই নজর রেখো—

সুযুক্ত হুন্ত ব্যবহারের
বিহিত পরিবেষণে ;
ক্ষুব্ধ চিত্ত
অন্তরে ক্ষোভ-আবর্ত্তন সৃষ্টি ক'রে
পরিবেশ ও ক্ষোভকারীর চিত্তে
উৎক্ষেপ সৃষ্টি ক'রে তোলে,
যা'র ফলে—
নানাপ্রকার বিকৃতির
সৃষ্টি হ'য়ে থাকে,
আর, সে
ঐ ক্ষোভ-বিশাসিত পরিবেশে
বিকৃত বোধ সৃষ্টি ক'রে
তা'র চেতন অর্থাৎ চিৎ-তরঙ্গের
ঘূর্ণি-প্রেরণায়
তা'দিগকে ক্ষোভ-ভ্রান্তিহুষ্ট ক'রে
বিপর্য্যয়ে নিয়ে যায় ;
এমন-কি, যা'রা
ক্ষোভ সৃষ্টি করে না—
বরং ক্ষোভ-প্রশমক,
ঐ বিকৃত ক্ষোভহুষ্টদের
আরোপিত বিড়ম্বনায়
অনেক সময়
তা'দিগকেও বিব্রত হ'তে হয়
যদিও তা' ঐকতানিক অনুনয়নে
সাময়িক বিকৃতির আবেশ
সৃষ্টি ক'রে থাকে মাত্র ;
তাই বলি—

বুদ্ধিমত্তার সহিত
চতুর দৃষ্টি নিয়ে
সমীচীন ভঙ্গিমায়
যা'র সাথে
যেমনতর ব্যবহার তৃপ্তিপ্রদ হয়,
তা'ই ক'রে চল—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,
শুভ-তাৎপর্য্য নিয়ে ;
জঞ্জাল অনেক এড়াবে । ৮৯ ।

যতক্ষণ না তুমি
বিহিত সুষ্ঠু ব্যবহারে
অনুকম্পা-উচ্ছল হ'য়ে
অন্যকে
দিয়ে
তৃপ্তি সাধন ক'রে
অন্তরের আনন্দ
উপভোগ ক'রতে পারছ,—
ঠিক বুঝে রেখো,
তখনও তোমার
অন্তঃস্থ অনুকম্পী বোধনার গায়ে
হাত পড়েনি,
বোধনসন্দীপ্ত অনুচলনে
নিজেকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
শিষ্ট বিধায়িত আচারে
আগ্রহ-উৎসর্জ্জনা নিয়ে
সম্বর্দ্ধনার দিকে এগোনোই

তোমার পক্ষে কঠিন হ'য়ে উঠবে,
তুমি যেদিকেই
সম্বর্দ্ধিত হও না কেন—
তা' কেবল হবে
ছলভরা ধাপ্পাবাজির
ধূর্ত্ত দাগাবাজি,
যা'র ফলে,
দেখতে পাবে তুমি—
অদূরেই অধঃপাত
তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রছে ;
ছোট্ট কথা হ'লেও—
বুঝে দেখো,
বিহিতভাবে ক'রো,
আর, তা'তে লেগে থেকো,
অন্তরের শিষ্ট পরিবর্ত্তনের সাথে
তোমার ব্যক্তিত্বও
পরাবর্ত্তিত হ'য়ে চ'লবে ।৯০।

মানুষকে যা'রা সইতে পারে না—
তা'রা তা'দের বইতেও পারে না,
ছিন্ন অনুচর্য্যা-অনুরতি নিয়েই
চ'লে থাকে তা'রা,
কারণ, তা'রা দেখে
কা'র ভিতর কতখানি দোষ
বা কী ত্রুটি আছে,
আর, তা'দের পক্ষে
যা' সুবিধাজনক হ'য়ে ওঠে না—

ক্ষোভও হ'য়ে থাকে তা'দের তা'তেই,
তাই, তা'দের বান্ধবতাও
টেঁকসই নয়কো ;
মানুষ যদি সইতে চাও,
যদি বইতে চাও,
তা'দের যা'-কিছু সম্পদ্ থাকুক—
তা' ভালই হো'ক
আর, মন্দই হো'ক—
সবতা'র মাধ্যমে
তা'দের প্রতি অনুকম্পা-পরায়ণ হও ;
যেমনতর পার,
কথায়-বার্ত্তায়, চালচলনে
অর্থাৎ কাজে-কর্ম্মে
তা'দের অনুচর্য্যা নিয়ে চল—
একটু মিষ্টি কথা
একটু বান্ধব-বন্ধন নিয়ে ;
তবে তো তা'রা তোমাকে সইবে,
তা'রা তোমাকে বইবে,
তা'দের যা'-কিছু আছে
তা'ই নিয়ে
তোমাতে প্রীতিপ্রসন্ন অনুকম্পাপরায়ণ
হ'য়ে চ'লবে,
আর, এই প্রীতির বন্ধন নিয়ে
তা'দের ত্রুটিগুলির
সংশোধন যতখানি ক'রতে পার—
সমীচীন সুনিয়মনায়,—

বুঝে নিও—
সেইটুকুই তোমার লাভ ;
আর, ক্ষোভে বা ঘৃণাবশতঃ
তা'দের প্রতি অনুকম্পার ত্রুটি
যতটা না হয়—
ততটা ভাল ;
এটা তোমার ভাল,
তা'দেরও ভালর সূচীদ্যোতনা । ৯১ ।

কাউকে অবজ্ঞা বা অবহেলা ক'রো না,
তোমাকেও যেমন
অন্যের প্রয়োজন আছে—
তোমাকে দিয়ে যেমন
অন্যের প্রভূত উপকার হ'তে পারে,
তেমনি অন্যকে দিয়েও
তোমার প্রভূত উপকার হ'তে পারে,
কিন্তু অপকার যা'-কিছুকে
সমীচীনভাবে নিরোধ ক'রে চ'লো ;
তাই, কাউকে অবজ্ঞা বা অবহেলা তো
ক'রবেই না,
খোঁচামারা আচার-ব্যবহারে
বিধ্বস্তও ক'রে তুলবে না ;
মন্দ প্রবৃত্তি সকলেরই থাকতে পারে,
অনেকের আছেও,
তোমার ব্যক্তিত্ব যা'তে
মন্দকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
কুশলকৌশলী সৌম্য-তাৎপর্য্যে

তা'র সৌম্য সদ্‌বৃত্তিগুলিকে
বিকশিত ক'রে তুলে
শুভদীপনাকে অনুবিষ্ট ক'রে
তা'র ব্যক্তিত্বে স্ফুরিত ক'রে তুলতে পারে
ক্রমাভিসারে,—
যা'র ফলে,
তা'র প্রতিটি পদক্ষেপই
সৎ-সন্দীপিত হ'য়ে
তা'কে ও অন্যকেও সুখী ক'রতে পারে,—
সেই দিকেই
তোমার কুশল ভাবভঙ্গীকে
নিয়োজিত ক'রে
সুনিবিষ্ট ক'রে—
তা'ই করাই কিন্তু ভাল ;
তা'তে মোটের উপর
তা'দেরও শুভ সংক্রমণে
শ্রেয়লাভ হ'তে পারে,
তুমিও শ্রেয়দীপ্ত হ'য়ে চ'লতে পার—
তা'দের সাহচর্য্যে ;
তাই বলি—
প্রতিটি পদক্ষেপ তোমার
শুভ-সন্দীপী হ'য়ে উঠুক—
ভাবভঙ্গী, সৌজন্য
ও আপ্যায়নী অনুদীপনা নিয়ে ;
নয় কি ? ৯২ ।

অঢেল রাগদীপ্ত আগ্রহ
ও নিষ্ঠানিরতি নিয়ে
তোমার মিত্র যিনি—
তাঁ'র সত্তা, স্বস্তি ও অস্তিত্বের
প্রয়োজনীয় যা'-কিছু
সবগুলিকে বোঝ, জান,
সঙ্গে-সঙ্গে আরো জান
তাঁ'র মিত্র কী বা কে—
তা'র বিশেষ চালচলনের ভিতর-দিয়ে,
রকমারি আবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
তোমার মিত্রকে অপদস্থ ক'রতে পারে ;
তীক্ষ্ণ সন্ধিৎসু কৃতিদীপনার
সতর্ক চক্ষুতে
তা' দেখ,
বোঝ,
প্রতিরোধ কর,
নিরাকরণ কর,
তা' যতটুকু না পারবে,
তোমার মিত্রের প্রভাবও ততখানি
অমিত ব্যবচ্ছেদের
অন্ধ আচ্ছন্নতায়
নিমজ্জিত হ'য়ে উঠবে—
অন্ততঃ তোমার কাছে ;
তোমার মুখর কৃতিচলন,
সতর্ক সন্ধিৎসা,
আগ্রহ-সন্দীপনা
কর্ম্মনিরতি

সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
মিত্রের সংরক্ষণে
সুসংস্থ হ'য়ে উঠুক—
সমীচীন সার্থকতায় ;
তবে তো তোমার মিত্রতা
সমীচীনতায়
স্থায়ী হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, পর্য্যুদস্তি তোমাকেও কিন্তু
পরিপ্লাবিত ক'রে তুলবে—
ঠিক জেনো ;
আর, যিনি ইষ্ট—
তিনিই মিত্র,
আর, তঁদনুগ যে যতটুকু,
সে ততটুকু মৈত্রীবাহী তোমার পক্ষে,
এমন-কি, তুমিও তা'ই । ৯৩ ।

কোথায় কী ব'লবে
আর, কী ব'লবে না,
কী ক'রবে
আর, কীই বা ক'রবে না,
তা' নির্দ্ধারিত ক'রতে গেলে পরেই
ভেবে দেখ—
কেমন ক'রে কী ব'ললে
তোমার অভীষ্ট যদি কিছু থেকে থাকে
তা' সুসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
আবার, তা'ই ক'রো—
তোমার ব্যবহারে,

চালচলনে,
অনুশীলন-অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে,—
যা' ক'রলে
তোমার অভীষ্ট যা'
তা'কে নিষ্পন্নতায় মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার ;
কিন্তু নজর যেন থাকে—
যা' ব'লছ বা ক'রছ,
তা'র সাথে তোমার
পরবর্ত্তী বলা ও করার যেন
একটা সার্থক সঙ্গতি থাকে,
আবার, তা' যেন তোমার ইষ্টার্থকে
আপোষণায়, আপূরণ-তৎপরতায়
উপচয়ী ক'রে তোলে ;
কিন্তু তা' ব'লো না,
বা' তা' ক'রো না—
যা' নাকি ঐ অভীষ্ট-আপূরণার
অন্তরায় হ'য়ে ওঠে,
পরবর্ত্তী বলা ও করার সাথে
সঙ্গতিহারা হ'য়ে ওঠে ;
তোমার সব বলা,
সব করা
অভীষ্ট-পূরণার সঙ্গে-সঙ্গে
যদি তোমার ইষ্টার্থকে
পোষণ-পূরণায় প্রদীপ্ত ক'রে তোলে—
তা'ই কিন্তু উত্তম,
আবার, তোমার অভীষ্ট
সব সময় ইষ্টার্থকে

অভিদীপ্ত ক'রে রাখে যতই—
ততই ভাল ।৯৪।

মানুষের কাছে
বেশী সস্তা হ'য়ে প'ড়ো না,
কারণ, তাহ'লে তা'রা তোমাকে
বুঝতে পারবে না,
তোমার চিন্তা তা'দের
আত্মবিন্যাসের সহায়ক হ'য়ে
তা'দিগকে এমনতর বোধদীপ্ত
ক'রে তুলতে পারবে না,
যা'র ফলে, চারিত্রিক বিন্যাসে
তা'দের ভিতরে
তোমার বিভা বিস্তার লাভ করে ;
বরং তোমার কৃতিবিভূতির বাহক যা'রা—
বোধ ও চরিত্রের সার্থক বিন্যাসে
সুদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে যা'রা,
তা'রা যদি তোমার প্রীতিসম্ভারের
পরিবেষক হ'য়ে
মাঝে-মাঝে তা'দের ভিতর
যাওয়া-আসা ওঠা-বসা করে,
তা'দের ঐ আবহাওয়া,
প্রীতি-পরিচর্য্যা,
বোধনদীপ্ত উচ্ছল গতি-গাম্ভীর্য্য যে
তা'দিগকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলবে—
তা'রই সম্ভাব্যতা বেশী ;
যেখানে তোমাকে প্রয়োজন,

অর্থাৎ যেখানে দেখ ও বোঝ যে
তোমার সঙ্গতি পেলে
কেউ আরো উচ্ছল হ'য়ে উঠতে পারে—
সেখানে যা' সমীচীন বিবেচনা কর
তা'ই ক'রো,
তা'তে তোমারও ভাল, তা'দেরও ভাল ;
যতক্ষণ দেখবে, প্রার্থনা তা'দের নিজস্বার্থ
এবং তা' তোমার স্বার্থ ও স্বস্থিকে
অতিক্রম ক'রে চ'লেছে,
বুঝে নিও—
ততক্ষণ তা'রা
তোমার চারিত্রিক বিভা
ও-কৃতিসম্ভারে মুগ্ধ হ'য়ে
নিজেদের স্বার্থকে উপচে
বা অগ্রাহ্য ক'রে
ইষ্টার্থকেই তা'দের স্বার্থ ক'রে
তুলতে পারেনি,
জীবনের অর্থ ক'রে তুলতে পারেনি ;
বুঝেস্থঝে চ'লো, দেখেশুনে ব'লো,
আর, ভেবো এমনতর সঙ্গতি নিয়ে
যা'তে মঙ্গল ও কল্যাণ-পরিবেষণ তোমার
উচ্ছলস্রোতা হ'য়ে
সবাইকে অভিষিক্ত ক'রে তোলে । ৯৫ ।

যাঁ'রা
সাত্বত হিসাবে বিহিত নয় যা'—
লুকিয়ে-লুকিয়ে

তা' আচরণ ক'রেও
শুভসন্দীপনী এমনও অনেক আচরণ করেন,
তাঁ'দের ঐ অবিহিত আচরণে
সোজাসুজি আঘাত মেরো না,
তাঁ'রা ভাল যেগুলি করেন,
তোমার আলাপ-আলোচনা ও অনুচর্য্যায়
সেগুলিকে আরো উচ্ছল ক'রে দিও—
শ্রদ্ধা বা স্নেহসন্দীপী পরিচর্য্যায় ;
আর, কদাচার যেগুলি
সেগুলি ধীরে-ধীরে
আলোচনা ক'রে,
উপযুক্ত সময়ে
উপযুক্তভাবে
হৃদ্য উন্মাদনায়
তাঁ'কে প্রবুদ্ধ ক'রে
ঐগুলি হ'তে যা'তে তিনি বিরত হন—
তা'ই ক'রো ;
শুধু-নিন্দাবাদে
মানুষকে নিন্দনীয় কর্ম্ম হ'তে
বিরত করা যায় না সব সময় ;
এক-কথায়, যা' ভাল,
তা'তে তা'কে উচ্ছল
ও সক্রিয় ক'রে তোল ;
যা' মন্দ
তা' ক'রতে তা'কে নিরস্ত কর,
আর, আলাপ-আলোচনা ও অনুচর্য্যায়

এইভাবে যদি তা'কে
প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে পার—
সতর্ক সমীক্ষায়,—
তা'ই-ই ভাল ;
সেই বাস্তব প্রবোধনা
যা'তে তা'র জীবনচলার উপর
আধিপত্য ক'রে চ'লতে পারে—
এমনতর তাকেতুকে
লোকপরিচর্য্যায় তা'কে
প্রস্বস্তিসম্পন্ন ক'রে তোল,
স্বস্তিপ্রসাদে তুমিও পরিতৃপ্ত হও । ৯৬ ।

যে কাউকে সমীচীন তৎপরতা নিয়ে
স্নেহল বা সশ্রদ্ধ উৎসারণায়
সম্মানিত ক'রে তুলতে পারে না
বা জানে না,
বিহিতভাবে
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
অযাচিত অনুচর্য্যায়
অনুকম্পী অনুপোষণায়
কা'রও অন্তঃকরণকে
প্রীতি-উৎসারণশীল ক'রে তুলতে পারে না
বা জানে না,
অথচ প্রত্যেকে তা'কে শ্রদ্ধা করুক
এমনতর চাহিদা
অন্তঃকরণে পোষণ ক'রে থাকে,

এমন-কি, আচারে-ব্যবহারে
দাবীও ক'রে থাকে,
অনুজ্ঞাবাহী ক'রে তুলতে চায় তাঁকে,
আবার, নিজের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তিকে
প্রতিষ্ঠা ক'রতে চায়,—
তা'র এমনতর চাহিদা ও চলনকে
অলীক আত্মগৌরব
বা অলীক আত্মসম্মান ব'লে
অভিহিত করা হ'য়ে থাকে ;
আর, এই চাহিদা
যতই ধুক্ষাদুষ্ট হ'য়ে চলে—
মানুষের অনুকম্পাও তা'র প্রতি
ততই খিন্ন হ'তে থাকে,
শ্রদ্ধাও ক্ষুণ্ণ হ'য়ে
অপলাপেই আত্মবিলয় ক'রতে থাকে ;
তুমি কিন্তু অমনতর চাহিদায়
নিজেকে পীড়িত ক'রে তুলতে যেও না,
শ্রদ্ধা, গৌরব, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতি
দৃক্‌পাত ক'রতে যেও না,
বরং যা'র যে সদ্‌গুণ আছে—
তা'ই-ই বল,
তা'রই প্রতিষ্ঠা ক'রে চল,
শ্রদ্ধা ও স্নেহশীল হ'য়ে ওঠ
অমনতর ক'রে,
ইষ্টীপূত অনুবেদনা নিয়ে
অনুচর্য্যায় ব্যস্ত হ'য়ে ওঠ সবারই,
শ্রদ্ধা, প্রতিষ্ঠা ও গুরুগৌরবের যা'-কিছু

তোমাকে স্পর্শ ক'রে
ধন্য হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ ধন্যবাদ সার্থক হ'য়ে উঠুক
তোমার ইষ্টে, আচার্য্যে, প্রিয়পরমে,
ঈশ্বরে ।৯৭।

কাউকে অনবরত
কুৎসিত বাক্য ব'লতে যেও না,
বা হামেশা দোষারোপ ক'রে
তা'কে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলো' না,
মানুষকে প্রতিনিয়ত
অমনতর ক'রতে-ক'রতে
সেগুলি তা'র মস্তিষ্কে, চিত্তে
বা অন্তঃকরণে
এমনতরভাবে নিবদ্ধ থাকে,
এবং ক্রমশঃই তা'কে আক্রোশদীপ্ত ক'রে
এমনতর প্রতিক্রিয়ার অবতারণা করে,
যা'তে তুমি বিধ্বস্ত হবেই কি হবে ;
তাই, প্রতিটি অমনতর শাসনই হো'ক
সংঘাতই হো'ক
করার মাঝে
এতখানি হৃদ্য আচরণ
বা হৃদ্য উদ্দীপনার
সংশ্রয় ক'রে রেখো,
যা'তে ঐ হৃদ্য স্মৃতি
ঐ আক্ষুব্ধ স্মৃতিকে
অনেকখানি সংযত ক'রে

তোলেই কি তোলে,
এমন-কি, তোমার ঐ সংঘাতকে
শুভপ্রসূ ক'রে ভাবতে
প্রলুব্ধ ক'রে তোলে,
আর, ঐ প্রলুব্ধ আবেগ
তা'কে তোমার প্রতি
সশ্রদ্ধ ক'রে না তুলেই পারে না ;
যতই উত্তেজনার উদ্দীপনায়
ঐ কুৎসিত বাক্য বা আচরণ ক'রে
কাউকে সংঘাত-সন্তপ্ত ক'রে তুলতে থাকবে,
তা'র যোগনদীপনা
সেগুলিকে গুণিত ক'রে
প্রতিক্রিয়ায় তোমাকে
তা'রই বিষময় সংঘাত সন্তপ্ত হ'তে
বাধ্য ক'রেই তুলতে থাকে ;
তুমি যেমন ভাল চাও—
অন্যেও তেমনিই চায় কিন্তু,
ঐ চাহিদা যা'তে
তা'র ভিতর পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে
তেমনতর রকমেই চ'লো তা'র সঙ্গে,
আর, বাক্য-ব্যবহারও তেমন ক'রতে
চেষ্টা ক'রো,
এর ফলে—
অনেক বিপর্য্যয় হ'তে রক্ষা পাবে ।৯৮।

তোমার চেহারা
কুৎসিতই হো'ক

আর সুন্দরই হো'ক—
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
যদি তোমাতে স্রোতল হ'য়ে থাকে—
শ্রমসুখপ্রিয়তার
উদ্বুদ্ধ উদ্বর্দ্ধনায়
যা' তোমার ব্যক্তিত্বকে
স্বস্থ ও সুষ্ঠু বিনায়নে
সবার হৃদয়গ্রাহী ক'রে তুলে' থাকে—
অনুকম্পাশীল কৃতিবর্দ্ধনায়,
যা'দিগকে সুসঙ্গত ক'রে তুলে'
তোমার বিহিত পরিচর্য্যা
প্রদীপ্ত উচ্ছ্বাসে
সব দিক্ থেকে
সুন্দর ক'রে তোলে,—
তা'রাই তোমার রূপ হ'য়ে উঠুক—
বোধবিনায়নী তাত্ত্বিক তাৎপর্য্যে ;
তোমার শিক্ষার প্রভাব
তা'দের অন্তঃকরণকে
সুন্দর শ্রীমণ্ডিত ক'রে তুলুক,
যত কুৎসিতই হও না কেন—
তুমি শ্রীমান্, ধীমান্ হ'য়ে ওঠ,
লোকচর্য্যী অনুকম্পা নিয়ে
তা'দিগকে কিছুতেই
দুর্ব্বল ও নিষ্ঠুর হ'তে দিও না,
আর, তা'তে যে
তা'দের কোন সার্থকতা নেই,

তোমার অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্য
পরাক্রমশীল সন্দীপনা
তা'দের প্রত্যেক-অন্তঃকরণে
জ্বলন্ত হ'য়ে উঠুক—
শিষ্ট-অনুনয়ী সেবাচর্য্যী তাৎপর্য্যে ;
অসৎ-নিরোধ ক'রতে গেলে
অসৎকে নিরোধ ক'রো—
প্রতিটি ব্যক্তির অভীষ্ট উদ্ধাতৃ-অনুচর্য্যায়,
তুমি ভাবছ—তুমি কদর্য্য,
তোমাকে তুমি
যতই কদর্য্য ভাব না কেন—
কদর্য্য মুখের একটু হাসি
প্রত্যেকের মুখ উজ্জ্বল ক'রে তুলবে,
তুমি সার্থক ক'রবে সবাইকে,
সবাই সার্থক হবে তোমাকে নিয়ে—
অসৎনিরোধী প্রস্তুতির উদ্দাম অভিসারে । ৯৯ ।

কা'রও সঙ্গে
প্রীতিভাব যদি রাখতে চাও,
বান্ধবতাকে যদি বজায় রাখতে চাও,
মনে রেখো—
তাহ'লেই তা'কে সইতেও হবে
বইতেও হবে,
কারণ, এমনতর মানুষ খুব কমই আছে—
যা'র সব-কিছুই
সবার কাছে ভাল লাগে ;
তা'র দোষত্রুটি

যা' তোমার পছন্দ হয় না—
বিনীত হৃদ্য আপ্যায়নায়
যথাসম্ভব হৃদ্য অনুচর্য্যা নিয়ে
তা' বিনায়িত ক'রতে হবে,
সে কোথাও অন্যায় ক'রলেও
তা' যদি লেশমাত্রও হয়—
অমনতর বিনায়নী হৃদ্য আপ্যায়নায়
সংশুদ্ধ করতে হবে তা',
আবার, নিজেও যদি কোন দোষ কর—
বিহিত আত্ম-বিনায়নায়
ঐ অমনতর আপ্যায়না নিয়ে
তা' স্বীকার ক'রতে হবে এমনতরভাবে
যা'তে সে স্মিত-চিত্ত হ'য়ে ওঠে ;
তা' ছাড়া, সব ব্যাপারেই
হৃদ্য পারস্পরিক অনুচলন
যা'তে স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে—
তোমার সাধ্যমতন
তা' তো ক'রতেই হবে,
পরন্তু তা'র আনুকূল্যকে
সক্রিয় সন্দীপনায় বরণ ক'রতে হবে—
মাঙ্গল্য-অনুচলনে,
আর, প্রতিকূল যা'-কিছুকে
যথাসম্ভব বিহিত বিনায়নে
বর্জ্জন ক'রতে হবে
প্রতিবাদ ক'রতে হবে,
নিরোধ ও নিরাকরণ ক'রতে হবে ;
তোমার চলনের ভিতর

যদি এমনতর রকমগুলি নিহিত থাকে—
উভয়ের প্রতি উভয়ের হৃদ্য বান্ধবতাও
সুসম্বদ্ধ তৎপরতায়
জীয়ন্ত চলনে চ'লতে থাকবে,
নচেৎ লহমার ভাব
লহমাতেই লুপ্ত হবে ;—
কা'রও প্রতি কেউ
আস্থাশীল অনুচলনে চ'লতে পারবে না ;
আর, এটা যেন
তোমাদের শ্রেয়-প্রেয় যিনি
তাঁ'কে কেন্দ্র ক'রেই অনুপ্রেরিত হয়—
পারস্পরিক প্রীতি-নিবন্ধনে,
শ্রদ্ধোচ্ছল অনুচর্য্যায়,
সুসন্ধিৎসু কৃতী চলনে । ১০০ ।

তুমি দুর্ব্ব্যবহার করবে না কেন—
তা'র উত্তরই হ'চ্ছে—ঐ ব্যবহার
ভাববৃত্তিকে রঙিল ক'রে
তোমার নিজেরই
দুরদৃষ্টের কারণ হ'য়ে উঠবে,
প্রবৃত্তি খারাপ হ'য়ে গেলে
তোমার আচার-ব্যবহার
চালচলন অমনি হ'য়ে উঠবে,—
যা'র ফলে
সবাই রুষ্ট হ'য়ে উঠবে তোমার উপর,
তুমি ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,

আর, এমনতর যতই হবে—
তোমার জীবনও তেমনতর
অসম্বৃদ্ধ অনুবেদনায়
সংক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে,
প্রতিক্রিয়ায়ও তা'ই-ই করতে থাকবে,
তাই, এতে অন্যের
যতই খারাপ হো'ক্
বা না-হো'ক্
তুমি হবে
ঐ অসৎ প্রবৃত্তির শিকার ;
আর, এগুলি যদি ভাল লাগে—
দিনকতক ঐ অসৎ ব্যবহার
অভ্যাস ক'রে দেখ—
তোমার অবস্থা কী দাঁড়ায় ;
তাই বলি—
অনুকম্পাশীল পরিচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে
সৎ-ব্যবহার সন্দীপনায় চল—
বোধব্যবহার তীক্ষ্ণ রেখে—
যা'তে তোমার সঙ্গ, আচার-ব্যবহার
সবাইকে হৃষ্ট সুসন্দীপ্ত ক'রে তোলে,
তোমার সঙ্গলাভের আশা-আগ্রহ
প্রত্যেককে সুসম্বুদ্ধ ক'রে তোলে,
তা'ই ক'রে চল—
দেখ—কী হয় । ১০১ ।

আহাম্মক অহঙ্কারী যা'রা—
তা'রা প্রায়ই দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে থাকে,

আর, চলেও তা'রা কল্পনার পথে
বাগ্‌বিন্যাসের কদর্য্যতা নিয়ে ;
বাস্তব কর্ম্মসন্দীপ্ত যা'
সেটি তা'দের চোখেই পড়ে না,
ফলে, তা'রা বিশ্বাসঘাতক হয়-ই হয়,
এই বিশ্বাসঘাতক-বুদ্ধি তা'দের
যতই ক্ষতিকর অবাস্তব হো'ক না কেন—
তা'রা মনগড়া কাল্পনিক প্রত্যয়ের
ধার ধ'রেই চলতে থাকে ;
শুধু কথায় যে
মানুষকে বোঝা যায় না,
চেনা যায় না—
যদি কাজের সাথে
মিল না থাকে—
এমনতর বোধ তা'দের সুদূরপরাহত,
তাই, বিধ্বস্তি, বিপাক
মানসিক উদ্বেগ
হক-না-হক ব্যাপারে
তা'দিগকে উদ্বেজিত ক'রে তোলে ;
কাজে তুমি লাখ কর,—
পরিপোষণী পরিচর্য্যা নিয়ে—
কিন্তু কথার ভাঁওতায়
বা লোকের মুখে শুনে
অমনিই উল্টে যায়—
—এমনতর স্বভাবসম্পন্ন লোক দেখলেই
একটু সাবধান হ'য়ে চ'লো,
তা'দের স্বভাব—

যত বড় মানুষই হো'ক,
তা' কিন্তু পশুতুল্য,
অন্যায্য কথা বা অন্যায্য কাজকে
সমর্থন ক'রতে
স্বতঃসন্দীপ্ত ন্যায়ের তকমা প'রে বেড়ায় ;
ঐ ন্যায়ই যে অন্যায় তা' বুঝতে পারে না,
কারণ, তা'দের ভিতর
আন্তরিকতার যোগ নেইকো ;
এই রকম-সকম
ব্যতিক্রমদুষ্টদের মধ্যেই দেখা যায়,
শাস্তি-ই যেন তাদের শান্তি-প্রদীপ,
আর, দুর্ভোগই যেন বিভব,
বুঝেসুঝে চ'লো,
আর, যেখানে যেমন করতে হয়
তা'ই ক'রো । ১০২ ।

যদি কোথায়ও যাও,
আর, সেখানে কা'রো সাথে
তোমার আলাপাদি করতে হয়,
ভাব ও কথাবার্ত্তার ভিতর-দিয়ে
তা'র মেজাজটাকে দেখে নিও—
নরম, গরম, না নিরপেক্ষ ;
নরম যদি দেখ—
শিষ্টাচারের সহিত
সুযুক্তিসম্পন্ন সাত্বত আলাপ-আলোচনা
ও অনুচর্য্যায় তাঁ'র হৃদ্য হ'য়ে
যা'তে তিনি প্রীতিপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠেন

তোমার প্রতি
তা'ই ক'রো ;
তোমার নিষ্ঠা-প্রবোধনায়
তুমিও সুখী হবে,
তিনিও সুখী হবেন,
ক্রমশঃই উভয়ে
হৃদ্য বান্ধবতায় নিবদ্ধ হ'য়ে উঠবে ;
গরম দেখলে—
উপযুক্ত নরম বাক্য, ব্যবহারে,
প্রীতিকুশল আপ্যায়নায়
মনোমত আলাপ-আলোচনা ও অনুচর্য্যায়
তিনি যা'তে মুগ্ধ হ'য়ে ওঠেন,
আর, তুমিও যা'তে
তাঁ'র প্রতি
অন্তরাসী আবেগ-উচ্ছলতায়
প্রীতি-প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
তা'ই ক'রো—
বিনায়িত দ্যোতন-বিভবে ;
আর, যেখানে নিরপেক্ষ দেখতে পাও—
তিনি কী রকম কথাবার্ত্তা,
ভাবভঙ্গী, চালচলনে
তোমাতে অন্তরাসী হ'য়ে ওঠেন,
কুশল পরিচর্য্যায়
পরিচয়-তাৎপর্য্যে
তা' বুঝে নিয়ে
সাত্বত-দীপনী উন্মাদনায়
তাঁ'কে যা'তে আকৃষ্ট ক'রতে পার—

নিজের কথাবার্ত্তা ও পরিচর্য্যায়
উৎফুল্ল ক'রে
তা'ই ক'রো,
উভয়েই সুখী হবে—
প্রীতিকুশল আপ্যায়নায়
উৎফুল্ল হ'য়ে ;—
এমনি ক'রে উভয়েই সুখী হ'য়ে ওঠ ;
নজর রেখে দিও—
ধাতু ও বোধ হিসাবে
আলাপ-আলোচনা ও অনুচর্য্যাদি
যদি না কর,
তুমিও যেমন সবার উপযুক্ত হও না,
অন্যেও কিন্তু তা'ই ;
তৃপ্ত হ'তে হ'লেই
অন্যকে তৃপ্ত ক'রতে হয়—
বুঝে রেখো। ১০৩।

প্রথম যখন
অন্ততঃ পরিচিত যা'র সাথেই
দেখা হো'ক না কেন,
স্মিত ভঙ্গীতে তা'র মঙ্গল জিজ্ঞাসা ক'রো,
আলাপ ক'রো,
মাঙ্গলিক আলাপ ক'রো ;
তা'র আলাপের মধ্যে
অসৎ যদি কিছু থাকে—
হৃদ্য ভাব ও ভঙ্গিমায়
সেগুলির নিরসনের চেষ্টা ক'রো ;

নিরসন ক'রতে গিয়ে
কোনপ্রকার আঘাতের সৃষ্টি ক'রো না,
তোমার আলাপে সে যেন বল পায়,
শুভ-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
অসৎকে অতিক্রম ক'রতে পারে ;
আর, যে-কোন বিষয়েই হো'ক —
এমনতর কোন আলাপ
যদি উপস্থিত হয়—
বোধ ও বিবেচনা মতন
যা'তে তা'র শুভ হয় তা' ক'রো ;
নজর রেখো—
কা'রও শুভ ক'রতে গিয়ে
তা'র বা অপরের
অশুভ বা ক্ষতির কারণ হ'য়ো না,
আবার, যা'র সঙ্গে
যেমনতর আলাপই হো'ক না কেন,
সব দিক্ বিবেচনা ক'রে
বাস্তব ব্যাপারটা বুঝে
যা'তে তা'র পক্ষে
বাস্তব হিতী হ'তে পারে—
এমনতর যুক্তি ও বুদ্ধি বাতলে দিও,
আর, তোমার পক্ষে যা' সাধ্য,
এমনতর শুভচর্য্যা হ'তেও
বিরত থেকো না ;
সময় যদি না থাকে,
চলতি চলনের ভিতর-দিয়ে
যদি দেখা হয়,

তাহ'লেও অন্ততঃ জিজ্ঞাসা ক'রো—
'ভাল তো ?'
এবং সৌম্য বিনয়ী সন্দীপনায়
ভাবভঙ্গীতেই হো'ক
বা কথাতেই হো'ক
তা'র প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ক'রো ;
এমনতর অভ্যাসে দেখো—
তোমার অন্তরে ক্রমশঃই
শুভ-সন্দীপনী আগ্রহ গজিয়ে উঠছে—
যদি ঐ শুভদীপনার
বিপরীত চিন্তাচলনে না চল ,
এ ব্যাপারগুলি যেন শুধু
মৌখিক না হয়,
শুভ কিছু দীপনা যেন থাকেই—
আন্তরিকতা নিয়ে। ১০৪ ।

এমন অনেক বন্ধুবান্ধব আছে,
তোমার ক্ষতি, আপদ্-বিপদের
আগমনী-স্বরূপ তা'রা ;
যতই বান্ধব হো'ক না কেন,
প্রায়ই দেখা যায় তা'রা স্বার্থান্বেষী—
দুষ্ট বা বেকুব-বুদ্ধিসম্পন্ন ;
তা'দের সাথে ওঠাবসা,
আনাগোনা, চালচলন ইত্যাদি করতে
সন্ধিৎসা ও প্রস্তুতিকে
সদা জাগ্রত ক'রে রেখো ;
প্রস্তুতি কেবল আপদ-বিপদে লাগে,

স্থপদ-সম্বর্দ্ধনায় পরিচর্য্যা লাগে না,—
তা' নয়কো,
সব সময়ে
সব বিষয়ে
নিষ্ঠা-উর্জ্জনার সহিত
সম্বিৎসাপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই ক'রতে হবে—
স্থনিরীখ-সম্পন্ন জাগ্রত ধী নিয়ে ;
অভ্যাসটা এমনতর আয়ত্ত ক'রো,
যা'তে কোন-কিছুর সম্মুখীন হ'লেই
বা কিছু তোমার বোধগোচরে এলেই
তা'কে বুঝে নিতে পার—
অকুশলতাকে পরিত্যাগ ক'রে
কুশলকৌশলী সন্দীপনায় তৎপর হ'য়ে ;
আর, শ্রমপ্রিয়তাকে
যতক্ষণ তুমি সুষ্ঠু ও সন্দীপ্ত রাখতে পার—
ততক্ষণ কিছুতেই ত্যাগ ক'রো না,
বা তদ্বিষয়ে অসাবধানও থেকো না,
অভ্যাসে এস্তামাল ক'রে ফেল ;
এমন ক'রেই চ'লতে থাকলে
ক্রমে-ক্রমে দেখতে পাবে—
তোমার অন্তর-উদ্ভাসনাও
তেমনই হ'য়ে উঠছে,
বিচক্ষণতার সাথে বান্ধবতাও
ক্রমে-ক্রমেই গজিয়ে উঠছে ;
একথা ঠিক জেনো—
তোমার পরিবেশ

বিশেষতঃ নিকটস্থ পরিবেশ
যা'রা তোমার সাথে ঘোরাফেরা করে,
তোমার তদ্বির-তদারক করে—
তা'রা যদি নিষ্ঠা-সম্পন্ন,
বিচক্ষণ শ্রমপ্রিয় হ'য়ে না চলে,
তোমার যতই বোধবিবেচনা থাক্ না কেন,
অসার্থকতা তোমাকে
ছাড়তে চাইবে না;
বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ
অন্তঃকরণের সাথে,
আর, তেমনি ক'রেই চল,
দেখতে পাবে—সুষ্ঠু সঙ্গতি
তোমাকেও অভ্যর্থনা ক'রে চ'লেছে । ১০৫ ।

সন্ধিৎসাশীল ইষ্টনিষ্ঠ
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ঐ পরায়ণতা নিয়ে আনন্দ কর,
স্ফূর্ত্তি কর,
একটু হাস, নাচ, গাও—
যেখানে যেমনতর মানায়,
নিরাবিল সাধু উদ্যম নিয়ে
উদ্যত আবেগশীল উৎসর্জ্জনায়;
তোমার আলাপ, আলোচনা, লৌকিকতা
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনিভাবে ঐ আনন্দ-উৎসারণায়
স্থিতি লাভ ক'রে
যেন প্রত্যেকের অন্তঃকরণে

ঐ অমনতর নন্দনায়
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে ওঠে ;
তোমার স্ফূর্ত্তির
ফুরফুরে বিকিরণার আওতায়
যেই আসুক না কেন,
তা'কেই যেন ঐ স্ফূর্ত্ত-উদ্দীপনা
স্ফূর্ত্তি-হৃষ্ট ক'রে
দৃঢ় উদ্যমে অধিষ্ঠিত ক'রে তোলে ;
ঐ স্ফূর্ত্তি যেন সমস্ত কাজের ভিতর
বিহিতভাবে সঞ্চারিত হ'য়ে
সমস্ত কর্ম্মজীবনের
যা'-কিছু খুঁটিনাটিকে জীয়ন্ত ক'রে
বাস্তব মূর্ত্তনায় মূর্ত্ত ক'রে
সুসন্দীপনী স্ফূর্ত্তিতে
নন্দিত ক'রে তোলে—
ত্বরিত বাস্তব নিষ্পন্নতায় কৃতকৃতার্থ হ'য়ে ;
কোথায়ও যেন একটু খুঁত না থাকে,
যেখানে যেমন ক'রে ঠাট্টা ক'রলে
যা'কে নিয়ে ঠাট্টা ক'রছ,
সে নন্দিত হ'য়ে ওঠে তা'ই ক'রো ;
হাসি, ঠাট্টা, রহস্য
যা'ই কর না কেন,
যা'র প্রতি তা' নিয়োগ ক'রছ,
সেও যা'তে ডগ্‌মগে হ'য়ে ওঠে—
এমনতরভাবে নিরাবিল উৎসর্জ্জনায়
সেগুলি নিষ্পন্ন কর ;
বাপ-মা'র কাছে যাও,

সেখানে তেমনি উৎসাহ সৃষ্টি কর,
ছেলে-মেয়ে, পরিবার-পরিবেশ,
আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব
যা'র কাছেই যাও,
নিরাবিল ঐ অমনতর হর্ষনন্দনার সৃষ্টি কর,
স্ত্রীর কাছে গিয়েও
ঐ অমনতর বিমল উৎসর্জ্জনায়
স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিভোর হ'য়ে
হর্ষসন্দীপনী হৃদয়ে উদ্দীপ্ত থেকো ;
যখন যেখানে
যেমনতর যেটুকু প্রয়োজন, তা' ক'রো ;
তোমার হাসা, তোমার নাচা,
তোমার গাওয়া, তোমার গল্পগুজব
বা তোমার যা'-কিছু
ঐ অমনতর উদ্যম-নন্দনার সৃষ্টি ক'রে
যেন সকলকেই উদ্যত ক'রে তোলে ;
এমনি ক'রে মধুময় হ'য়ে ওঠ,
অমৃতনিষ্যন্দী হ'য়ে ওঠ ;
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—সব চলনা,
সব যা'-কিছু
অনাবিল ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়
নন্দিত হ'য়ে ওঠে ;
তোমার ঐ অভিদীপনায়
প্রত্যেকেই যেন
অমনতরভাবে অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
তুমি তা'দের প্রত্যেকের কাছেই
যেন একটা জীয়ন্ত উৎসারণা হ'য়ে ওঠ,

আর, তোমার কাছে তা'রাও যেন
অমনতর হয়—
যখন যেমনতর প্রয়োজন
তেমনতরই অনুচলন নিয়ে ;
মনে রেখো—
সদাচার-প্রণোদিত
নিরাবিল স্ফূর্ত্তি-নন্দনা
সকলের পক্ষেই জীবনীয়,
তাই, কাঠখোট্টা গম্ভীর হ'তে যেও না,
সৌম্য, সুধী, ফুল্ল হ'য়ে চল । ১০৬ ।

কে কী চায়,
কী হ'লে সে খুশী হয়,
আর, তুমি সেগুলিকে
তোমার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে
ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে
কেমন ক'রে কতটুকু দিতে পার
বা ক'রতে পার,
আর, অমনতর ক'রে
এই দেওয়া-নেওয়ার ভিতর-দিয়ে
কী কথায়
কী আচারে
কী চলনে
তোমার শুভ-সম্বেদনাকে
তা'র অন্তঃকরণে ঢুকিয়ে দিতে পার,
দেখে-দেখে
শুনে-শুনে

ক'রে ক'রে
এইগুলি বোধেতে এনে
তা'র প্রয়োজনমাফিক পরিবেষণ কর—
সে তৃপ্ত হয় যা'তে তেমনি ক'রে,
বাক্ ও কর্ম্মের পরিচর্য্যায়,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে;
তা'তে তুমিও সুখী হবে,
অন্যেও সুখী হবে,
লোকে তোমার বিরোধীও হবে কম;
তাই ব'লে, অসৎ যা'-কিছু
হৃষ্ট আপ্যায়নায়
অনুকম্পী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তা'র নিরাকরণ ক'রতেও
কসুর ক'রো না;
যেখানে যতটুকু হৃষ্ট হ'তে হয় তা' হবে,
যেখানে শক্ত হ'তে হয়, তা'ও হবে,
কিন্তু ঐ শক্ত ব্যবহারের ভিতরেও যেন
তোমার অনুকম্পার প্রকাশ
এমনতর থাকে,
যা'তে সে বুঝতে পারে—
তুমি তা'র প্রতি অনুকম্পাশীল;
বুঝে, ক'রে, চ'লে
যদি এমনতর রকমটাকে
ধ'রে রাখতে পার,
পরিবেশের ধৃতি-সম্বেদনা-অনুকম্পী হ'য়ে
অনেকেই তোমার ধৃতি-পরিচর্য্যায়
অনেকখানিই নিবিষ্ট হ'য়ে উঠবে,

তা'দের তৃপণকর্ম্মা—তোমাকে
অনেকেই চেষ্টা ক'রবে পরিতৃপ্ত রাখতে । ১০৭ ।

আদর্শে অটুট থেকো—
তা' সব সময়ে,
তোমার চাইতে বয়োবৃদ্ধ
রগচটা লোকদের সাথে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ব্যবহার ক'রো—
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে ;
তোমার প্রতি তাঁ'র অনুকম্পা যেন
তাঁ'কে প্রশান্তিপূর্ণ স্বস্তিতে
শান্ত ক'রে তোলে ;
কুটনীতির তাৎপর্য্যে
তাঁ'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,
এক গ্লাস জলেরও যদি
প্রয়োজন হয়—
আর, তা' দেওয়া যদি সঙ্গত হয়—
ফুরসুৎ পেলে জিজ্ঞাসা ক'রো
'আমি দেই ?'
সঙ্গত না হ'লে
সমীচীন লোক দ্বারা ব্যবস্থা ক'রো—
যদি প্রয়োজন হয়,
ধৃতিদীপ্ত উচ্ছল অনুবেদনার সহিত
তাঁ'র সাথে কথাবার্ত্তা ও পরিচর্য্যা
যা' ক'রতে হয় তা' ক'রো—
সেটা যদি তাঁ'র কাছে অবৈধ না হয়,
সতর্ক নজর রেখে,

তোমার আন্তরিক পরশ
যা'তে তিনি উপভোগ কর'তে পারেন,
শিষ্ট-সুন্দর সুষ্ঠু তাৎপর্য্যের সহিত
এমনতর ব্যবহার,
আত্মিক অনুশ্রয়
তাঁ'কে যেন স্নেহদীপ্ত উচ্ছল উদ্বর্দ্ধনায়
অভিদীপ্ত ক'রে তোলে,
সুযুক্ত সুন্দর তোমার কূটনীতি
যেন তাঁ'কে
ভূরিনন্দনায় বিভোর ক'রে তোলে ;
ঐ অমনতর ব্যবহার কিন্তু
তোমার পক্ষে সেখানে
তাঁর আশিস্-উর্জ্জনাকেই
বহন ক'রে নিয়ে আসে,
তাঁর পিতৃত্বপূর্ণ সন্তান-সন্দীপনা
তোমার ঐ ছাত্রত্বপূর্ণ অনুচর্য্যাকে
সার্থক ক'রে না তুলেই পারে না ;
তাঁ'র সমস্ত কুৎসিত ব্যবহারেও
তোমার নন্দনার শুভ-সন্দীপনা
যেন তাঁ'কে তৃপ্তিপূর্ণ ক'রে তোলে,
আর, ঐ তৃপ্তি যেন অজচ্ছল ধারায়
তোমাতে বর্ষিত হয়,
তোমার ঐ শিষ্য-সমীচীন
সুন্দর নৈতিক অনুকম্পা
সবাকেই যেন
নন্দিত ক'রে তোলে ;
সমান বা ছোট যে—

সেখানে তেমনি
সাম্য ও স্নেহসন্দীপী ব্যবহার ক'রো ;
বিষাক্ত অন্তঃকরণ যা'দের—
নন্দনদীপ্ত বিনীত হস্তে
তা'দের বিষ ঝেড়ে উড়িয়ে দিও,
ঐ বিষ যেন কা'কেও
বিষাক্ত ক'রতে না পারে—
এমনতর কলাকৌশলে ;
শীর্ষনীতির শীর্ষ সম্পদ্ ওখানেই । ১০৮ ।

তোমার আদান-প্রদান
প্রধানতঃ মানুষের সাথে,
বিশেষতঃ পরিবারের মানুষের সাথে,
তা'রপরেই হ'চ্ছে—
পরিবেশের প্রত্যেকের সাথে,—
যখন যা'কে
যেমনতর প্রয়োজনে লাগে,
তা'রপরে পরিস্থিতির সাথে,
পরিস্থিতি ভাল হয় যদি—
সংস্থিতির শুভ-আহরণও
তুমি তা'র ভিতর থেকে
ক'রতে পারবে ;
প্রথম এবং প্রধান
করণীয়ই হ'চ্ছে তাহ'লে—
তোমার পরিবার তো বটেই,
তা'ছাড়া, পরিবেশ,

পরিস্থিতি,
এবং পরিস্থিতির রকমারি—
এমন-কি, পশুপক্ষী, গাছপালা যা'-কিছু
সেগুলিরও,
বিহিত বিন্যাস ক'রে
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
তা'দিগকে বিহিতভাবে
উদ্ভাসিত যদি ক'রে তুলতে পার—
প্রয়োজনীয় প্রত্যেক রকমারিতে
আদান-প্রদান, আন্তরিক বিনিময়,
অন্তরের পরিচর্য্যা ও পরিবেষণে—
যা'তে তা'রা
স্বস্তি ও শুভ-সম্বৃদ্ধিতে
উৎসারিত হ'য়ে উঠতে পারে,—
তোমার অস্তিত্বের লাভ কিন্তু সেইখানে ;
তা'কে যদি অবজ্ঞা কর—
নিজেও অবজ্ঞাত হ'য়ে উঠবে,
তোমার অন্তরাসী তাৎপর্য্য
তা'দের দিয়ে
আপূরিত হবে কমই—
নানারকম বাজে ব্যয়ে বিব্রত হ'য়ে ;
তাই, সাত্বত সংস্থিতির
শুভ-পরিচর্য্যী তোমার যা'রা—
তা'রাই তোমার
প্রথম ও প্রধান স্বার্থ ;
এইরকম ক'রেই
প্রত্যেককে প্রত্যেকের

শুভ-পরিচর্য্যী ক'রে তুলতে যদি পার—
তোমার ব্যবহারিক
স্বরসন্দীপনী পরিচর্য্যা নিয়ে
শিষ্ট ব্যবস্থায়,—
তোমার স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার উপকরণও
বাড়বে তেমনি ক'রে,
তা'দেরও আস্তে আস্তে
বোধবিকাশও হ'য়ে উঠবে তেমনতরই—
কৃতি-সন্দীপনায় ;
কা'র কী প্রয়োজন,
সাত্বত সম্বর্দ্ধনার জন্য
কা'র কী লাগে,
কেমন ক'রে তা'কে
আপূরিত ক'রে তোলা যায়,—
শুভপ্রসূ সহজ চিন্তার ভিতর-দিয়ে
ধীসম্পন্ন পর্য্যবেক্ষণে
তা' যদি দেখ,—
তোমার তো শুভ বটেই,
তা'-ছাড়া, প্রতিপ্রত্যেকেরই শুভ,
যে-শুভ
স্বার্থসঙ্গতি নিয়ে
সবাইকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে
বিধায়িত তাৎপর্য্যে
প্রত্যেককে উচ্ছল ক'রে তুলছে
বিহিত সম্বর্দ্ধনায় সব রকমে ;
ভেবে দেখ, বিবেচনা কর,
যদি চাও—এখনই লেগে যাও,

বিলম্ব ক'রো না,
তা' একলহমার জন্যেও নয়কো,
সবারই সার্থকতা ঐ অদূরেই
স্মিত নন্দনায় এগিয়ে আসবে,
দেখতে পাবে । ১০৯ ।

তোমার আশ্রম-প্রাঙ্গণ-অভিমুখে
যাঁ'রা আসছেন,
স্মিত সৌজন্যের সহিত
এগিয়ে যাও তাঁ'দের দিকে,
অভ্যর্থনা কর—
বিহিত আপ্যায়নার সহিত,
সৌজন্যের সহিত পরিচয় জিজ্ঞাসা কর,
সঙ্গে আস,
বসবার ব্যবস্থা কর—
তড়িৎ-ক্রিয় হ'য়ে,
তাঁ'রা যেন কোনপ্রকার
অসুবিধা বোধ না করেন,
তোমার সুসঙ্গত হৃদ্য বাক্য, ব্যবহার
ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তাঁ'রা যেন অনুগ্রহ-স্রবা আনতিসম্পন্ন
হ'য়ে ওঠেন তোমার প্রতি—
অনুকম্পী আলিঙ্গন-উৎসারণায় ;
আহার, শয়ন ইত্যাদি
প্রয়োজনমাফিক যেখানে যেমন লাগে—
দক্ষ ত্বরিত সুব্যবস্থার সহিত
তা'র ব্যবস্থা ক'রতে

একটুও ত্রুটি ক'রো না,
সব রকমে তিনি বা তাঁ'রা যেন ভাবতে পারেন—
তুমি তাঁ'দের অন্তর-আত্মীয়,
আর, তুমিও বাস্তবে
যথাসম্ভব হ'য়ে ওঠ তা'ই ;
যেই হউন আর যাঁ'রাই হউন—
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই
ত্বরিত সৌজন্যের সহিত
হৃদ্য আপ্যায়নায়
তাঁ'দের ব'সতে দিও,
হৃদ্য বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
আপ্যায়িত ক'রতে কসুর ক'রো না এতটুকুও,
সমীচীন সৌজন্যে
পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রো,
ঐ পরিচয়-সন্ধিৎসা যেন
তাঁ'দিগকে উৎফুল্লই ক'রে তোলে,
আলাপ-সালাপের ভিতর-দিয়ে
তাঁদের কী প্রয়োজন খুঁজে নিও,
তোমার সম্ভাব্যতায় যেমন আসে
তা'র পূরণের চেষ্টা ক'রো ;
তাঁ'রা যখন উঠে যান—
কিছুদূর পর্য্যন্ত সঙ্গ নিয়ে চ'লতে
ত্রুটি ক'রো না ;
এমনতর চকিত চলনেই চ'লো—
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে,
যা'তে তাঁ'রা কিছুতেই না ভাবতে পারেন—
তুমি বা তোমরা

তাঁ'দের কেউ নওকো,
একটা তথাকথিত লৌকিক সৌজন্য নিয়ে
তাঁ'দের সঙ্গে ব্যবহার ক'রছ,
বরং তোমাদের চলায়, বলায়
অঙ্গভঙ্গীতে
আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়
যেন শিবসুন্দর জাগ্রত থাকেন—
অন্তরঙ্গতার স্পর্শমণ্ডিত হ'য়ে ;
আবার, কা'রও বাড়ীতে
যদি কখনও যাও—
তাহ'লে যেন তোমার চালচলন
আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা
এমনতর হৃদ্য ও প্রীতি-উদ্দীপী হয়,
যা'তে তোমার ভিতর-দিয়ে
প্রিয়পরমের স্পর্শ লাভ করে তা'রা ;
অবশ্য সব সময়
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে চ'লো,
ওঠা, বসা, চলাফেরা
এমনভাবে ক'রো—
যা'তে তা'দের প্রীতিকর ও পছন্দসই হয়,
জিনিষপত্র ধরা-নাড়া ইত্যাদি ক'রতে
জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ক'রো,
তা'দের অনভিমতে
বাহিরের কাউকে তা'দের ঘরে নিয়ে যাওয়া,
বসানো, খাওয়ানো, শোয়ানো
ইত্যাদি সম্বন্ধে সাবধান থেকো ;
ফল কথা, তোমার চালচলন,

হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী
যেন এমনতর হয়—
যে, তা'রা তা'তে নন্দিত হয়,
তা' অনুকরণ ও অনুসরণ ক'রে
মঙ্গলের অধিকারী হয় ;
তুমি যখন চ'লে আস—
তা'রা যেন মনে করে যে
তা'দের একজন অন্তরের মানুষ চ'লে আসছে,
এবং পরস্পর যেন পরস্পরের
প্রীতি-অনুবন্ধনাকে
গভীরভাবে অনুভব ক'রতে পার ;
এই চলনে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
অন্বিত বিস্তারণার ভিতর-দিয়ে
দেখতে পাবে—
'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—কথা
সার্থক হ'য়ে উঠেছে তোমার ব্যক্তিত্বে,
নারায়ণ ব্যক্ত মূর্ত্তিতে
আশিস্-উচ্ছল হ'য়ে উঠেছেন
তোমার বা তোমাদের প্রতি ।১১০।

তোমাকে যে ঘৃণা করে,
কূটচক্ষে যে তোমার দিকে নজর দেয়,
বিদ্রূপ করে যে,
সন্দেহ করে যে,
সারল্যের অমিতাভ চলন নিয়ে
ধীমান্ দীপ্তিতে
তুমি তা'কে আলিঙ্গন ক'রতে পারবে না ?

তা'র প্রতি হৃদ্য হ'য়ে উঠতে পারবে না ?
তোমার কৃতী-অনুশীলনা,
ঋদ্ধি-অনুচলন,
স্মিতব্যক্তিত্ব,
স্বর্গ-আমন্ত্রণে
পূত ক'রে
তা'কে তৃপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না ?
কেন পারবে না ?
ঠিক পারবে,
তুমি তোমার জীবনদণ্ডকে কি আশ্রয় করনি ?
জীবন-বিভবকে কি আগলে ধরনি—
আবিলতার ঘূর্ণির ভিতরও
যিনি নিরাবিল হ'য়ে
সুব্যক্তপ্রতিমায় প্রকট হ'য়ে আছেন
জীয়ন্ত জীবনে ?—
তাঁ'র সেবানুচর্য্যায়
মনোজ্ঞ অভিসারে
তাঁ'কে কি কখনও আবাহন করনি ?
সে-আবাহন তোমার ব্যক্তিত্বের
প্রতিটি রণনে
ধ্বনন-নিক্কণায়
চারিত্রিক দ্যুতি নিয়ে
কি উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠেনি ?
তবে পিছোও 'কেন ?
এগিয়ে চল,
তুমি ধীমান্—
যেখানে যেমন প্রয়োজন,

তেমনতর বিনায়নে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
সঙ্গতির মধু-সার্থকতায়
মধুস্রবা হ'য়ে
অমৃত অভিসেচনায়
তা'দিগকে অভিদীপ্ত ক'রে তোল,
তোমাতে লোলুপ হ'য়ে উঠুক তা'রা,
আর, তোমার চারিত্রিক দ্যুতি-মুগ্ধ হ'য়ে
তা'রা গেয়ে উঠুক—
ঐ ব্যক্ত প্রিয়পরমের
স্তবন-দীপ্ত সামসঙ্গীত,
আর, বলুক—
শুভমস্তু, শুভমস্তু, শুভমস্তু । ১১১ ।

তোমার প্রীতি-আপ্যায়না
যেন এমনতর হয়
যা'তে প্রত্যেকেই
তোমাদের গুণমুগ্ধ হ'য়ে
উচ্ছল আনন্দ উপভোগ করে,
আবার, তোমাদের বিরহও যেন
প্রত্যেকের নন্দিত স্বপ্নকে
জীয়ন্ত ক'রে তোলে;
পরমপিতা তোমাদিগকে
সব দিক্-দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
উর্জ্জী উদ্যমে
আপ্যায়ন-অনুচর্য্যী ক'রে তুলুন—
প্রীতিতে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে,
সহনে, শুভনন্দনায়।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

সূচী			পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী			পৃষ্ঠা

সূচী			পৃষ্ঠা

শব্দার্থ-সূচী

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

অধি-অয়না—১৩=ধারণপোষণের পথে চলা।

অনুক্রিয়--৭০=পশ্চাতে থেকে বা সদৃশভাবে ক্রিয়াশীল।

অনুগ্রহ-স্রবা--১১০=অনুগ্রহ পরিস্রুত (ক্ষরণ) করে যা'।

অনুবিষ্ট-৯২=বিশেষভাবে প্রবিষ্ট।

অনুবেদনা—৯৭=অনুসরণপূর্ব্বক লব্ধ জ্ঞান।

অন্তরাসী—১০৩=Interested.

অভিদীপনা—৫৮=কোন বিশেষ দিকের দীপ্তি।

অমিতাভ—১১১=অমিত অর্থাৎ অপরিমিত আভা (দীপ্তি)-যুক্ত।

অর্জ্জনা--৫৭=অর্জ্জন, আয়, লাভ।

আহূতি—১৩=আহ্বান।

উৎসর্জ্জনা—১০৬=উন্নতি বা বিস্তার-অভিমুখী চলন।

উৎসারণী—৩০=বিকাশমুখী।

উদ্ধাতৃ-অনুচর্য্যা—৯৯=উদ্ধারকর্ত্তার অনুচলন।

উদ্বোধন-তাৎপর্য্যে—৭৬=বাস্তব এবং সমীচীন বোধের সাথে।

ঊর্জ্জী—৫৫=পরাক্রমী-শক্তিযুক্ত।

কল্যাণ-হোম-নিষ্যন্দী—২৪=মঙ্গলের আহ্বানকে ক্ষরণ করে যা'।

ছলিকা—৫৬=ছল, ছলনা।

তড়িৎ-ক্রিয়—১১০=ত্বরিত কর্ম্ম-তৎপর।

দৈন্য-অবশায়িত—৪০=দৈন্যের দিকে ঝোঁকসম্পন্ন।

দ্যোতনা—৮৩=দ্যুতি, প্রকাশ।

ধুক্ষাদুষ্ট—৯৭=ক্লেশকর, পীড়াদায়ক।

ধূনায়িত—২২=ধূন অর্থাৎ ঝঙ্কার-যুক্ত।

পরাবর্ত্তিত--৯০=ঠিক তেমনিভাবে থেকে চলেছে যা'।

পরিচর্য্যিত—১২=পূজিত, সেবিত।

পর্য্যুদস্তি—৯৩=পর্য্যুদস্ত হওয়া, ভেঙ্গে যাওয়া, বিপর্য্যস্ত হওয়া।

বিধায়না—৮৩=ধারণ-পোষণের বিহিত পথ।

বিনায়নী—১০০=সামঞ্জস্য বিধান করে যা'।

বিস্তারণা—১১০=বিস্তৃত ক'রে তোলা।

ভাববৃত্তি—১০১=হ'তে থাকার চলন; Urge to become.

ভূরিনন্দনায়—১০৮=প্রচুর আনন্দে।

যুত যোগ্যতা—৬৬=যে যোগ্যতা নিত্যযুক্ত হয়ে চলেছে।

যোগনদীপনা—৯৮=যুক্ত হওয়ার আকৃতি।

লাস্য-নন্দনা—৮১=বিকাশপ্রাপ্ত সুসজ্জিত সংশ্লেষণী বর্দ্ধনা।

শুভ-তর্পিতা—৫৩=মঙ্গলজনকভাবে তৃপ্ত ক'রে চলা।

সামছন্দ—৬=সাম্য অথচ সুতাল চলন।

সুপদ্-সম্বর্দ্ধনায়—১০৫=ভাল অবস্থা যখন বেড়ে চলতে থাকে।

সুবিধায়না—৭৬=সুষ্ঠু এবং বিহিতভাবে ধারণ-পোষণ ক'রে চলা।

সূচীদ্যোতনা—৯১=নিদর্শনের প্রকাশ।

স্তবন-দীপ্ত—১১১=স্তুতিময়।

স্রোতল—৯৯=স্রোতযুক্ত।

হিতী—১০৪=হিত অর্থাৎ মঙ্গল-যুক্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পাঠকবর্গের সুবিধার্থে এই গ্রন্থের বর্ত্তমান সংস্করণে আরো কিছু নূতন শব্দের অর্থ সংযুক্ত ক'রে দেওয়া হ'ল। মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি শব্দের অর্থই স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর-কর্তৃক নির্দ্দেশিত।

নিবেদক ঃ—**শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**